তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

পঞ্চম খণ্ড

[সূরা ইউসুফ, সূরা রা'দ, সূরা ইবরাহীম, সূরা হিজর, সূরা নাহল, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা কাহ্ফ]

মূল
হযরত মাওলানা
মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

অনুবাদ
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের আরয

সমসাময়িক কালে প্রকাশিত সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধুনিক তফসীর গ্রন্থ 'মা'আরেফুল কোরআন' যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলেম হযরত মওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' সাহেবের এক অসাধারণ কীর্তি। এতে পবিত্র কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা খোদ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী সাধক মনীষিগণের ব্যাখ্যা বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসা ও তৎসম্পর্কিত পাক কালামের যুক্তিপূর্ণ জবাবও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছে। এ কারণেই এ তফসীর গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত। বাংলা ভাষায় এ মহান গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সুধী পাঠকগণের তরফ থেকে যে সাড়া লক্ষ্য করা গেছে, তাতে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। পাঠকগণের তাকীদেই যেমন এ মহাগ্রন্থের আটটি খণ্ডই দ্রুত অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি পাঠকগণের উৎসাহ লক্ষ্য করেই এ গ্রন্থের প্রায় সবগুলো খণ্ডেরই চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েও সেগুলি পাঠকগণের হাতে চলে গেছে।

'মা'আরেফুল-কোরআন'-এর বঙ্গানুবাদ পাঠ করে বহু বিজ্ঞ পাঠক পত্রযোগে এবং অনেকেই ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। অনেকেই কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলে পরবর্তী সংস্করণগুলো অধিকতর ত্রুটিমুক্ত করে প্রকাশ করার ব্যাপারে বিস্তর সহযোগিতা লাভ করেছি। আমরা তাঁদের সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সে সহৃদয়তার যোগ্য ফল দান করবেন বলে আশা করি।

'মা'আরেফুল-কোরআন-এর অনুবাদ ও মুদ্রণ এবং একাদিক্রমে সবগুলো খণ্ডের পুনঃ নিরীক্ষণ আপাতত আমার সর্বাপেক্ষা বড় সাধনা। এ মহৎ গ্রন্থটির আরো সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই আমি সুধী পাঠকগণের খেদমতে অব্যাহত সহযোগিতা প্রার্থী।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবূল করুন। আমীন।

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

ঢাকা, ১৪১০ হিঃ

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা ইউসুফ	**১**
স্বপ্ন নবুয়তের অংশ	৭
স্বপ্ন সম্পর্কিত মাস'আলা	৯
হযরত ইউসুফের স্বপ্নও পরবর্তী কাহিনী	১৬
কতিপয় বিধান ও মাস'আলা	৪৪
মানুষের মন	৭৪
সরকারী পদ প্রার্থনা করা	৭৮
হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে তাঁর পিতাকে অবহিত	৮৭
সন্তানের ভুল-ত্রুটি ঃ পিতার কর্তব্য	৯২
কুদৃষ্টির প্রভাব	৯৭
ইউসুফ (আ)-এর প্রতি হযরত ইয়াকুব (আ)-এর মহব্বতের কারণ	১১৮
ইউসুফ (আ)-র সবর ও শোকরের স্তর	১৩৬
সূরা রা'দ	**১৫৪**
প্রত্যেক কাজের পরিচালক একমাত্র আল্লাহ্	১৫৮
মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ	১৬৩
সূরা ইবরাহীম	**২০৮**
হিদায়ত শুধু আল্লাহ্র কাজ	২১০
কোরআন পাকের তিলাওয়াত	২১১
কোরআন বোঝার ব্যাপারে কিছু ভ্রান্তি	২১৩
কোরআন আরবী ভাষায় কেন?	২১৬
আরবী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য	২১৭
কাফিরদের দৃষ্টান্ত	২৩৮
কবরে শাস্তি ও শান্তি	২৩৯
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া	২৫৪
সূরা হিজর	**২৬৭**
মামুনের দরবারের একটি ঘটনা	২৭০
হাদীস সংরক্ষণ	২৭২
উল্কাপিণ্ড	২৭৬
মাবনদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাগণের সিজদার প্রসঙ্গ	২৮৬
রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ সম্মান	২৯৬
আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া	২৯৬
কোরআনের সারমর্ম	৩০৩
হাশরের জিজ্ঞাসা	৩০৩
সূরা নাহ্ল	**৩০৫**
বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্পর্কে	৩১০
উপমহাদেশে কোন রসূল আগমন করেছেন কি?	৩২৮
হিজরত ঃ সচ্ছল জীবন	৩৩০
মুজ্তাহিদ ইমামগণের অনুসরণ	৩৩৬
কোরআন ও হাদীস	৩৩৯
কোরআন বোঝার জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা	৩৪২
আযাবে পতিত হওয়া আল্লাহ্র রহমত	৩৪৩
কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়	৩৫৮
সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে গৃহ নির্মাণ	৩৭৫
সৎকর্ম ঃ কোরআনের নির্দেশ	৩৮১
অঙ্গীকার প্রসঙ্গ	৩৮৫
ঘুষ প্রসঙ্গ	৩৮৮
দুনিয়ার সুখ ধ্বংসশীল	৩৮৯
হায়াতে তায়্যেবা	৩৯০
শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ	৩৯৪
নবুয়ত সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহের জবাব	৩৯৫
ধর্মে জবরদস্তি	৩৯৯
হারাম ও গোনাহ প্রসঙ্গ	৪০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
দীনে-ইরবারহীমীর অনুসরণ	৪০৯
দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি	৪১১
তর্ক-বিতর্কের অনিষ্টকারিতা	৪১২
দাওয়াতদাতাকে কষ্ট দেওয়া	৪১৪
সূরা বনী ইসরাঈল	**৪২৮**
মি'রাজ প্রসঙ্গ	৪২৯
মসজিদে আকসা প্রসঙ্গ	৪৩৪
বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী	৪৩৮
আমলনামা ঃ গলার হার হওয়া	৪৪৭
পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত আযাব না হওয়া	৪৪৮
মুশরিকের সন্তান-সন্ততি	৪৪৮
ধনীদের প্রভাব প্রতিপত্তি	৪৫০
বিদ'আত ও মনগড়া আমল	৪৫৩
পিতামাতার আদব ও আনুগত্য	৪৫৫
আত্মীয়দের হক	৪৬২
খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ	৪৬৫
অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা	৪৭০
এতীমদের মাল	৪৭২
মাপে কম দেওয়া	৪৭৪
কান, চক্ষু ও অন্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ	৪৭৫
পনেরটি আয়াত ঃ তাওরাতের সারসংক্ষেপ	৪৭৮
যমিন ও আসমানের তসবীহ পাঠ	৪৮১
পয়গম্বরগণের উপর যাদুক্রিয়া	৪৮৪
হাশরে কাফিররাও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে	৪৮৯
কটুভাষা কাফিরদের সঙ্গেও জায়েয নয়	৪৯১
সৃষ্ট জীবের উপর আদমের শ্রেষ্ঠত্ব	৫০১
শত্রু থেকে আত্মরক্ষার উপায়	৫০৯
তাহাজ্জুদের নামায ও বিধান	৫১২
মাকামে মাহমুদ ঃ শাফা'আত প্রসঙ্গ	৫১৫
শিরক ও কুফরের চিহ্ন	৫১৮
রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন	৫২২
অসামঞ্জস্য প্রশ্নের পয়গম্বরসুলভ জবাব	৫২৯
মানবের রসূল মানবই হতে পারে	৫৩০
সূরা কাহ্‌ফ	**৫৪২**
আসহাবে কাহ্‌ফ ও রকীমের কাহিনী	৫৪৮
বিরোধপূর্ণ আলোচনায় কথাবার্তার উত্তম পন্থা	৫৭৫
আসহাবে কাহ্‌ফের নাম	৫৭৬
ভবিষ্যত কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ্ বলা	৫৭৯
দাওয়াত ও তবলীগের বিশেষ রীতি	৫৮৪
জান্নাতীদের অলংকার	৫৮৫
কর্মানুযায়ী প্রতিদান	৫৯৪
ইবলিসের সন্তান-সন্ততি	৫৯৯
হযরত মূসা ও খিযিরের কাহিনী	৬০৪
শিষ্যের জন্য গুরুর অনুসরণ	৬১০
পিতামাতার সৎকর্মের উপকার	৬১৯
পয়গম্বরসুলভ আদবের দৃষ্টান্ত	৬২০
যুলকারনাইন প্রসঙ্গ	৬২৫
ইয়াজুজ-মাজুজ প্রসঙ্গ	৬৩৬
যুলকারনাইনের প্রাচীর	৬৪৯

سورة يوسف

সূরা ইউসুফ

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ রুকূ, ১১১ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝١ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا
لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٢ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ
اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝٣
اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝٤ قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ
عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ
مُّبِيْنٌ ۝٥ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ
الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا
عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٦

অসীম মেহেরবান ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) আলিফ-লা-ম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। (২) আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কোরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (৪) যখন ইউসুফ পিতাকে বলল: পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে, সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সিজদা করতে দেখেছি। (৫) তিনি বললেন: বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে

চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনের প্রতি; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লা-ম-রা (এর তাৎপর্য আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। এগুলো একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত, (যার ভাষা ও বাহ্যিক মর্ম খুবই পরিষ্কার)। আমি একে আরবী ভাষায়, কোরআন (হিসাবে) অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা (এ ভাষাভাষী হওয়ার কারণে) অন্যদের আগেই বুঝ (অতঃপর তোমাদের মাধ্যমে অন্যেরাও বোঝে)। আমি যে এ কোরআন আপনার কাছে পাঠিয়েছি, এর মাধ্যমে আমি আপনার কাছে একটি উৎকৃষ্ট কাহিনী বর্ণনা করব। ইতিপূর্বে আপনি (এ কাহিনী সম্পর্কে) সম্পূর্ণ অনবগত ছিলেন; (কারণ না আপনি কোন গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন, না কোন শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু শিখেছিলেন এবং এ কাহিনীটি এমন সুবিদিতও ছিল না যে, সর্বস্তরের জনগণের তা জানা থাকবে। কাহিনীর সূচনাঃ সে সময়টি স্মরণযোগ্য) যখন ইউসুফ (আ) স্বীয় পিতা ইয়াকুব (আ)-কে বললেনঃ পিতা আমি (স্বপ্নে) এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্র দেখেছি—তাদেরকে আমার সামনে সিজদা করতে দেখেছি। (উত্তরে) তিনি বললেন, বৎস! এ স্বপ্ন (তোমার) ভাইদের কাছে বর্ণনা কর না। (কেননা, নবী-পরিবারের লোক বিধায় তারা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পারবে যে, এগারটি নক্ষত্র হচ্ছে এগার জন ভাই, সূর্য পিতা এবং চন্দ্র মাতা। সিজদা করার তাৎপর্য হচ্ছে তোমার প্রতি তাদের অনুগত ও আজ্ঞাবহ হওয়া)। তাহলে তারা তোমার (অনিষ্ট সাধনের) জন্য চক্রান্ত করবে। (অর্থাৎ ভাইদের অধিকাংশই একাজ করবে। কারণ, দশ ভাই ছিলেন বৈমাত্রেয়। তাদের পক্ষ থেকেই বিপদাশঙ্কা ছিল। 'বেনিয়ামিন' নামে একজন মাত্র সহোদর ভাই ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিরোধিতার আশংকা ছিল না। কিন্তু তার মুখ থেকে কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল)। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (তাই সে ভাইদের মনে কুমন্ত্রণা জাগিয়ে তুলবে)। এবং (আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে তোমাকে এ সম্মান দেবেন যে, সবাই তোমার অনুগত ও আজ্ঞাবহ হবে)। এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে (নবুয়তের সম্মানের জন্যও) মনোনীত করবেন, তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান দান করবেন; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতামহ ইবরাহীম ও ইসহাক (আ)-এর প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

চারটি আয়াত ছাড়া সমগ্র সূরা-ইউসুফ মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই

উল্লিখিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র ইউসুফ (আ) সম্পর্কিত কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্য সব আম্বিয়া (আ)-এর কাহিনী ও ঘটনাবলী সমগ্র কোরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-ইতিহাস এবং অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের ভবিষ্যত জীবনের জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। এসব শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গভীর ও অনায়াসলব্ধ হয়। এ কারণেই গোটা মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নির্দেশ-নামা হিসাবে প্রেরিত কোরআন পাকে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংশোধনের জন্য অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কিন্তু কোরআন পাক বিশ্ব-ইতিহাসের এসব অধ্যায়কেও স্বীয় বিশেষ ও অনুপম রীতিতে এমনভাবে উদ্ধৃত করেছে যে, এর পাঠক অনুভবই করতে পারে না যে, এটি কোন ইতিহাস গ্রন্থ বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন কাহিনীর যতটুকু অংশ শিক্ষা ও উপদেশের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করা হয়েছে, সেখানে ঠিক ততটুকু অংশই বিবৃত করা হয়েছে। অতঃপর অন্য কোন ক্ষেত্রে এ অংশের প্রয়োজন অনুভূত হলে পুনর্বার তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনায় ঘটনার সাংঘটনিক ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোথাও কাহিনীর প্রথম অংশ পরে এবং শেষ অংশ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের এ বিশেষ বর্ণনা রীতিতে স্বতন্ত্র নির্দেশ এই যে, জগতের ইতিহাস ও অতীত ঘটনাবলী পাঠ করা এবং স্মরণ রাখা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয় বরং প্রত্যেক কাহিনী থেকেই কোন না কোন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং জনৈক অনুসন্ধানবিদ বলেছেন ঃ মানুষের বাক্যাবলীর দুটি প্রকারের মধ্যে خبر (ঘটনা বর্ণনা) ও انشاء (রচনা)-এর মধ্যে শেষোক্ত প্রকারই আসল উদ্দেশ্য। خبر স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে কখনও উদ্দেশ্য হয় না বরং প্রত্যেক খবর ও ঘটনা শোনা ও দেখার মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একমাত্র স্বীয় অবস্থা ও কর্মের সংশোধন হওয়া উচিত।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন সংক্ষিপ্ত না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সমীচীন নয় যাতে তা পড়া ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত আলোচ্য কাহিনীর কোরআনী বর্ণনা থেকে এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা পরীক্ষার্থে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিল ঃ যদি আপনি সত্যিই আল্লাহ্র নবী হন, তবে বলুন ইয়াকুব-পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ইউসুফ

(আ)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে ওহীর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মো'জেযা ও তাঁর নবুয়তের একটি বড় প্রমাণ। কেননা, তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি কারও কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি এবং কোন গ্রন্থও পাঠ করেন নি। এতদসত্ত্বেও তওরাতে বর্ণিত আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করে দেন। বরং কিছু এমন বিষয়ও তিনি বর্ণনা করেন, যেগুলো তওরাতে উল্লিখিত ছিল না। এ কাহিনীতে প্রসঙ্গক্রমে অনেক বিধি-বিধানেরও অবতারণা করা হয়েছে। এগুলো পরে যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

সর্বপ্রথম আয়াতে الٓرٰ অক্ষরসমূহ হচ্ছে কোরআনের খণ্ডবাক্য। এগুলো সম্পর্কে অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সিদ্ধান্ত এই যে, এগুলো বক্তা ও সম্বোধিত ব্যক্তি অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলের মধ্যকার একটি গোপন রহস্য, যা কোন তৃতীয় ব্যক্তি বুঝতে পারে না এবং এগুলোর মর্ম উদ্ধার করার জন্য তৎপর হওয়াও সমীচীন নয়।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ—অর্থাৎ এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত, যা হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুষম ও সরল জীবন ব্যবস্থা দান করে। এগুলো অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার তওরাতে পাওয়া যায় এবং ইহুদীরা এ সম্পর্কে অবহিতও বটে।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ—অর্থাৎ আমি একে আরবী কোরআন হিসাবে নাযিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেছিল, তারা ছিল আরবের ইহুদী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাযিল করেছেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সততা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলীকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করে।

এ জন্যই এখানে لعل শব্দটি 'সম্ভবত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এসব সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থা জানা ছিল যে, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে যাবার পরেও তাদের কাছ থেকে সত্য গ্রহণের আশা করা ছিল সুদূর পরাহত।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ-

অর্থাৎ আমি এ কোরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন।

এতে ইহুদীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পয়গম্বরের যেভাবে পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তাঁর গুণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা, তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব-ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ○

অর্থাৎ ইউসুফ (আ) তাঁর পিতাকে বললেনঃ পিতঃ, আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তারা আমাকে সিজদা করছে।

এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আ)-এর এগার ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা।

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছেঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর মাতা এ ঘটনার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর খালা তখন তাঁর পিতার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খালা এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হয়। বিশেষত যদি পিতার ভার্যা হয়ে যায়, তবে সাধারণত পরিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে।

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

অর্থাৎ বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইয়ের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ্ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা, শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

স্বপ্নের তাৎপর্য স্তর ও প্রকারভেদঃ সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বপ্নের স্বরূপ এবং তা থেকে যেসব ঘটনা ও বিষয় জানা যায়, সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তফসীরে

মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ (র) বলেনঃ স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞা-হীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে কল্পনাশক্তির পথে কিছু কিছু আকার-আকৃতি দেখতে পায়। এরই নাম স্বপ্ন। স্বপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু-প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটি প্রকার মৌলিকত্বের দিক দিয়ে নির্ভুল ও বাস্তব। কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে এগুলোকেও অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য করে দেয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোন কোন সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যেসব বিষয় ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলোই স্বপ্নে নানা আকার-আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোন কোন সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও ভয়াবহ উভয় প্রকার দৃশ্য ও ঘটনাবলী মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপ্নই ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। এগুলোর কোন বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে حديث النفس তথা মনের সংলাপ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে تسويل شيطان অর্থাৎ শয়তানের বিভ্রান্তি বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক প্রকার ইলহাম (আল্লাহ্র ইশারা), যা বান্দাকে আনন্দ অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোন কোন বিষয় বান্দার মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে দেন।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন একটি সংযোগ বিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করে। তিবরানী বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।—(মাযহারী)

সূফী বুযুর্গগণের বর্ণনা অনুযায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি 'আলমে মিসাল' অর্থাৎ উপমা-জগতে বিদ্যমান থাকে, তেমনি 'মাআনী' তথা অবস্তুবাচক বিষয়াদিরও বিশেষ আকার-আকৃতি বিদ্যমান থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং সেখানকার আকার-অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব আকার-অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে এগুলোতেও এমন সব উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আসল সত্যের সাথে কিছু কিছু অবাস্তব কল্পনা মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যাখ্যাদাতাদের পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে উপরোক্ত আকার-অবয়ব যাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। তখনই সেগুলো হয় আসল সত্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও কোন কোন স্বপ্ন থাকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ, তাতে বাস্তব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এমতাবস্থায়ও যদি ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন আকার ধারণ করে। তাই একমাত্র সে স্বপ্নই আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রদত্ত ইলহাম ও

বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোন উপসর্গের সংমিশ্রণ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেওয়া হবে।

পয়গম্বরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের। তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর সমপর্যায়-ভুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারও জন্য প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোন কোন সময় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত আকার-আকৃতির মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোন সময় পাপের অন্ধকার ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দুর্বোধ্য করে দেয়। মাঝে মাঝে এবং বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায়ও উপনীত হওয়া যায় না।

স্বপ্নের বর্ণিত তিনটি প্রকারই রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানী। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অভ্রান্ত। এটি নবুয়তের ৪৬ তম অংশ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম।

স্বপ্ন নবুয়তের অংশ---এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ঃ স্বপ্নের এ সত্য ও বিশুদ্ধ প্রকার সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। কোন হাসীসে নবুয়তের ৪০ তম অংশ, কোন হাদীসে ৪৬তম অংশ এবং কোন হাদীসে ৪৯তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এসব হাদীস তফসীরে কুরতুবীতে একত্রে সন্নিবেশিত করে ইবনে আবদুল বারের বিশ্লেষণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। বরং প্রত্যেকটি হাদীস স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক। যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সততা, বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা বিভূষিত, তার স্বপ্ন নবুয়তের ৪০তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ কম, তার স্বপ্ন ৪৬তম অথবা ৫০তম অংশ হবে এবং যার মধ্যে এসব গুণ আরও কম, তার স্বপ্ন নবুয়তের ৭০তম অংশ হবে।

এখানে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ---এর অর্থ কি? তফসীরে মাযহারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ষান্মাসিকে জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬তম অংশ। যেসব হাদীসে কম-বেশী সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিসাবে বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেসব হাদীস ধর্তব্য নয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ স্বপ্ন নবুয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে, যা তার সাধ্যাতীত। উদাহরণত, কেউ দেখে যে সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন কোন বিষয় দেখে, যার জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব এরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও প্রেরণা

ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বপ্নকে নবুয়তের অংশ স্থির করা হয়েছে।

কাদিয়ানী দাজ্জালের একটি বিভ্রান্তি খণ্ডন ঃ এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক একটি অভিনব বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তারা বলে ঃ নবুয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট ও প্রচলিত আছে, তখন নবুয়তও অবশিষ্ট ও প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটা কোরআনের অকাট্য আয়াত ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের খতমে নবুয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যটি বুঝতে পারল না যে, কোন বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরী হয়ে পড়ে না। যদি কোন ব্যক্তির একটি নখ অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান থাকে, তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মেশিনের অনেক কলকব্জার মধ্য থেকে কোন একটি কলকব্জা অথবা একটি স্ক্রু যদি কারও কাছে থাকে এবং সে দাবী করে বসে যে, তার কাছে অমুক মেশিনটি আছে, তবে বিশ্ববাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্ত আহাম্মক বলতে বাধ্য হবে।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ কিন্তু নবুয়ত নয়। নবুয়ত তো আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে।

সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لم يبق من النبوة إلا المبشرات অর্থাৎ ভবিষ্যতে 'মুবাশ্শিরাত' ব্যতীত নবুয়তের কোন অংশ বাকী থাকবে না। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ 'মুবাশ্শিরাত' বলতে কি বোঝায়? উত্তর হল ঃ সত্য স্বপ্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত কোন প্রকারে অথবা কোন আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশ্শিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়।

কোন সময় কাফির ও ফাসিক ব্যক্তির স্বপ্নও সত্য হতে পারে ঃ মাঝে মাঝে পাপাচারী, এমন কি কাফির ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতায় জানা। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর দুজন কারা-সঙ্গীর স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং মিসর-সম্রাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। অথচ তারা সবাই ছিল অমুসলমান। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাব সম্পর্কে পারস্য সম্রাটের স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে, যা সত্যে পরিণত হয়েছে। অথচ পারস্য সম্রাট মুসলমান ছিলেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ফুফু আতেকা কাফির থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাফির বাদশাহ্ বখতে নস্রের স্বপ্ন সত্য ছিল, যার ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল (আ) দিয়েছেন।

এতে বোঝা যায় যে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া—এতটুকু বিষয়ই কারও সৎ, ধার্মিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটা ঠিক যে, সৎ ও সাধু ব্যক্তিদের স্বপ্ন সাধারণত সত্য হবে—এটাই আল্লাহ্র সাধারণ রীতি। ফাসিক ও পাপাচারীদের সাধারণত মনের সংলাপ ও শয়তানী প্ররোচনা ধরনের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব।

মোট কথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলমানদের জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুঁশিয়ারির চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা স্বয়ং তাদের জন্য কোন ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যও নয়। কোন কোন অজ্ঞ লোক এ ধরনের স্বপ্ন দেখে নানা রকম কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওলীত্বের লক্ষণ মনে করতে থাকে এবং কেউ স্বপ্নলব্ধ বিষয়াদিকে শরীয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে। এসব বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিশেষত যখন একথাও জানা হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবৃত্তিগত অথবা শয়তানী অথবা উভয় প্রকার ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ আসতে পারে।

স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয়ঃ মাস'আলাঃ قَالَ يَا بُنَيَّ

আয়াতে ইয়াকুব (আ) ইউসুফ (আ)-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয়—এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয়—এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়।

তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ সত্য স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। কারও কাছে বর্ণনা না করা পর্যন্ত স্বপ্ন ঝুলন্ত থাকে। যখন বর্ণনা করা হয় এবং শ্রোতা কোন ব্যাখ্যা দেয়, তখন ব্যাখ্যার অনুরূপ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়ে যায়। তাই এমন ব্যক্তি ছাড়া স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করা উচিত নয়, যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান অথবা কমপক্ষে বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী নয়।

তিরমিযী ও ইবনে মাজার হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ স্বপ্ন তিন প্রকার। এক. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ, দুই. প্রবৃত্তিগত চিন্তাভাবনা এবং তিন. শয়তানী কুমন্ত্রণা। অতএব যদি কেউ স্বপ্ন দেখে এবং তা তার কাছে ভাল লাগে, তবে ইচ্ছা করলে অন্যের কাছে বর্ণনা করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি খারাপ কিছু দেখে, তবে অন্যের কাছে বর্ণনা করবে না এবং গাত্রোত্থান করে নামায পড়বে। মুসলিমের হাদীসে আরও বলা হয়েছেঃ খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিন বার ফুঁ মারবে, আল্লাহ্র কাছে এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং কারও কাছে উল্লেখ করবে না। এরূপ করলে এ স্বপ্ন দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন ক্ষতি হবে না। কারণ এই যে, কোন কোন স্বপ্ন শয়তানী ওয়াসওয়াসা হয়ে থাকে। উপরোক্ত নিয়ম পালন করলে শয়তানী প্রভাব দূর হয়ে যাবে। সত্য স্বপ্ন হলে এ নিয়মের মাধ্যমে স্বপ্নের অনিষ্ট দূর হয়ে যাবে বলেও আশা করা যায়।

মাস'আলাঃ স্বপ্ন যে ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল থাকে, এর অর্থ তফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন কোন 'তকদীর' (ভাগ্য) অকাট্য হয় না বরং ঝুলন্ত থাকে। অর্থাৎ অমুক কাজ হয়ে গেলে এ বিপদ টলে যাবে, নতুবা বিপদ এসে যাবে। একে বলা হয় 'কাযায়ে-মুয়াল্লাক্ব' অর্থাৎ ঝুলন্ত ফয়সালা। এমতাবস্থায় মন্দ

ব্যাখ্যা দিলে ব্যাপার মন্দ এবং ভাল ব্যাখ্যা দিলে ভাল হয়ে যায়। এ জন্যই তিরমিযীর উল্লিখিত হাদীসে বুদ্ধিমান নয় কিংবা হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয়—এমন লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কারণও হতে পারে যে, স্বপ্নের খারাপ ব্যাখ্যা শুনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এখন তার উপর বিপদ পতিত হবে। হাদীসে আল্লাহ্‌র উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে,

انا عند ظن عبدی بی —অর্থাৎ 'বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার জন্য তদ্রূপই হয়ে যাব।' আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিপদ আসার ব্যাপারে যখন সে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌র এ রীতি অনুযায়ী তার উপর বিপদ আসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কষ্টদায়ক ও বিপজ্জনক স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করতে নেই। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল—আইনগত হারাম নয়। সহীহ্ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, ওহুদ যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারি 'যুলফাকার' ভেঙ্গে গেছে এবং আরও কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা ছিল হযরত হামযা (রা)-সহ অনেক মুসলমানের শাহাদত বরণ। এটা একটা আশু মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন।—(কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোন মন্দ অভ্যাস অথবা কুনিয়ত প্রকাশ করা জায়েয। এটা গীবত তথা অসাক্ষাতে পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণত কেউ জানতে পারল যে, যায়েদ বকরের গৃহে চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এমতাবস্থায় বকরকে অবহিত করা তার কর্তব্য। এটা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। আয়াতে ইয়াকুব (আ) ইউসুফ (আ)-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রাণ নাশের আশংকা রয়েছে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকেই আরও জানা যায় যে, যদি একজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মাহাত্ম্যের কথা শুনে কারও মনে হিংসা জাগরিত হওয়ার এবং ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় মেতে উঠার আশংকা থাকে, তবে তার সামনে স্বীয় মাহাত্ম্য, ধনসম্পদ ও মান-সম্মানের কথা উল্লেখ করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে হলে তাকে গোপন রাখ। এটা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। কেননা, জগতে প্রত্যেক সুখী ব্যক্তির প্রতি হিংসা পোষণ করা হয়।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত এবং পরবর্তী যেসব আয়াতে ইউসুফ (আ)-কে হত্যা করা অথবা কূপে নিক্ষেপ করার পরামর্শ ও বাস্তবায়নের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, এগুলো থেকে আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা আল্লাহ্‌র নবী ও পয়গম্বর ছিল না। পয়গম্বর হলে ইউসুফ (আ)-কে হত্যার পরামর্শ, তাঁকে ধ্বংস করার অপকৌশল এবং

পিতার অবাধ্যতার মত জঘন্য কাজ তাদের দ্বারা সম্ভবপর হত না। কেননা, পয়গম্বরদের জন্য যাবতীয় গোনাহ্ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ হওয়া জরুরী। অতএব তাবারী গ্রন্থে তাদেরকে যে পয়গম্বর বলা হয়েছে, তা শুদ্ধ নয়। —(কুরতুবী)

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে কতিপয় নিয়ামত দানের ওয়াদা করেছেন। প্রথম—

كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজির জন্য আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধনসম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়, وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ এখানে احاديث বলে মানুষের স্বপ্ন বোঝান হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। এতে আরও জানা গেল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়।

মাস'আলা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে শাদ্দাদ ইবনুল-হাদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আ)-এর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চল্লিশ বৎসর পর প্রকাশ পায়। এতে বোঝা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া জরুরী নয়।

তৃতীয় ওয়াদা وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনার প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করবেন। এতে নবুয়ত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী বাক্য সমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ—অর্থাৎ যেভাবে আমি স্বীয় নবুয়তের নিয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়ে গেছে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্র যেমন ইউসুফ (আ)-কে দান করা হয়েছিল, তেমনি ভাবে ইবরাহীম ও ইসহাক (আ)-কেও শেখানো হয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ—অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ। কাউকে কোন শাস্ত্র শেখানো তাঁর পক্ষে কঠিন নয় এবং তিনি প্রত্যেককেই তা শেখান না। বরং বিজ্ঞতা অনুযায়ী বেছে বেছে কোন কোন ব্যক্তিকে এ কৌশল শিখিয়ে দেন।

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝ اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ
وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۭ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنِ ۝ اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ
وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ قَاۗىِٕلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا
يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ
كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰي يُوْسُفَ
وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ
لَحٰفِظُوْنَ ۝ قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ
الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝ قَالُوْا لَىِٕنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ
عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝ فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ
غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا
يَشْعُرُوْنَ ۝ وَجَاۗءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَاۗءً يَّبْكُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا
ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ
بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ۝ وَجَاۗءُوْ عَلٰي قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۭ
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۭ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۭ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ
عَلٰي مَا تَصِفُوْنَ ۝ وَجَاۗءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ۭ
قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ۭ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ
الزّٰهِدِيْنَ ۝

(৭) অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮) যখন তারা বলল ঃ অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। (৯) হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। (১০) তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। (১১) তারা বলল ঃ পিতা, ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তার হিতাকাঙ্ক্ষী। (১২) আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন—তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধূলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। (১৩) তিনি বলেন ঃ আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি যে, ব্যাঘ্র তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তাঁর দিক থেকে গাফিল থাকবে। (১৪) তারা বলল ঃ আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারালাম। (১৫) অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল এবং আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের একাজের কথা বলবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। (১৬) তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। (১৭) তারা বলল ঃ পিতা আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী। (১৮) এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। বললেন ঃ এটা কখনই নয় বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন সবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্য স্থল। (১৯) এবং একটি কাফেলা এল। অতঃপর তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে বালতি ফেলল। বলল ঃ কি আনন্দের কথা! এ তো একটি কিশোর! তারা তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ্ খুব জানেন যা কিছু তারা করেছিল। (২০) ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গুনাগুনতি কয়েক দিরহামে এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইউসুফ (আ) ও তাঁর (বৈমাত্রেয়) ভ্রাতাদের কাহিনীতে [আল্লাহ্র কুদরত ও রসূল (সা)-র নবুয়তের] নিদর্শনাবলী রয়েছে তাদের জন্য, যারা (আপনার কাছে তাঁদের কাহিনী) জিজ্ঞেস করে। [কেননা, ইউসুফ (আ)-কে এহেন নিঃসহায় ও নিরুপায় অবস্থা থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছে দেওয়া একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ ছিল। এতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ও ঈমানী শক্তি অর্জিত হবে। যেসব ইহুদী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে

পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তারাও এতে নবুয়তের প্রমাণ পেতে পারে]। সে সময়টি স্মর্তব্য, যখন তারা (বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা পারস্পরিক পরামর্শ হিসেবে) বলাবলি করল ঃ (একি ব্যাপার যে) ইউসুফ ও তার (সহোদর) ভাই (বেনিয়ামিন) আমাদের পিতার অধিক প্রিয় অথচ (অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তারা উভয়েই তাঁর সেবাযত্নের যোগ্যও নয় এবং) আমরা একটি ভারী দল ; (আমরা আমাদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে সর্বপ্রযত্নে তাঁর সেবাযত্নও করি)। নিশ্চয় আমাদের পিতা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত আছেন। (কাজেই ইউসুফ যেহেতু উভয়ের মধ্যে অধিক প্রিয়, তাই কৌশলে তাকে পিতার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এর উপায় এই যে) হয় ইউসুফকে হত্যা করে ফেল, না হয় তাকে কোন (দূর-দূরান্ত) দেশে রেখে এস। এতে করে (আবার) তোমাদের পিতার দৃষ্টি একান্তভাবে তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমরাই তাঁর কাছে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাদের মধ্যেই একজন বলল ঃ ইউসুফকে হত্যা করো না। (এটা জঘন্য অপরাধ)। এবং তাকে কোন অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে দাও, (যাতে ডুবে যাওয়ার মত পানি না থাকে। নতুবা তাও এক প্রকার হত্যাই। তবে জনবসতি ও লোক চলাচলের পথ দূরে না থাকা চাই) যাতে কোন পথিক তাকে বের করে নিয়ে যায়। যদি তোমরা একাজ করতেই চাও, (তবে এভাবে কর। এতে সবাই একমত হয়ে গেল এবং) সবাই (মিলে পিতাকে) বলল ঃ আব্বাজান, এর কারণ কি যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না (এবং কখনও কোথাও আমাদের সাথে প্রেরণ করেন না) অথচ আমরা (মনেপ্রাণে) তার হিতাকাঙ্ক্ষী? (এরূপ করা সঙ্গত নয় বরং) আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে (জঙ্গলে) প্রেরণ করুন, যাতে সে খায় ও খেলাধুলা করে। আমরা তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব। ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ (তোমাদের সাথে প্রেরণ করতে দুটি বিষয় আমাকে বাধা দান করে ঃ এক, চিন্তা-ভাবনা এবং দুই. বিপদাশংকা। ভাবনা এই যে) তোমরা তাকে (আমার দৃষ্টির সামনে থেকে) নিয়ে যাবে—এটা আমার জন্য ভাবনার কারণ এবং (বিপদাশংকা এই যে) আমার আশংকা হয় যে, তাকে ব্যাঘ্র খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা (নিজ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে) তার দিক থেকে গাফিল থাকবে (কেননা ঐ জঙ্গলে অনেক ব্যাঘ্র ছিল)। তারা বলল ঃ যদি তাকে ব্যাঘ্র খেয়ে ফেলে এবং আমরা দলকে দল (বিদ্যমান) থাকি, তবে আমরা সম্পূর্ণই অকর্মন্য প্রমাণিত হব। [মোটকথা তারা বলেকয়ে ইউসুফকে ইয়াকুব (আ)-এর কাছ থেকে নিয়ে চলল] যখন তাকে (সাথে করে জঙ্গলে) নিয়ে গেল এবং (পূর্ব প্রস্তাব অনুযায়ী) সবাই তাকে কোন অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে কৃতসংকল্প হল (এবং তা কার্যেও পরিণত করে ফেলল,) তখন আমি (ইউসুফের সান্ত্বনার জন্য) তার কাছে প্রত্যাদেশ করলাম যে, (তুমি চিন্তিত হয়ো না। আমি তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে উচ্চ পদমর্যাদায় আসীন করব। একদিন আসবে, যখন) তুমি তাদেরকে একথা ব্যক্ত করবে এবং তারা তোমাকে (অপ্রত্যাশিতভাবে শাহী পোশাকে দেখার কারণে) চিনবেও না। [বাস্তবে তাই হয়েছিল। ইউসুফের ভ্রাতারা মিসরে গিয়েছিল এবং অবশেষে ইউসুফ তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ——এ হচ্ছে ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা] এবং (এদিকে)

তারা সন্ধ্যায় পিতার কাছে কাঁদতে কাঁদতে পৌঁছল (পিতা যখন ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন) বলল ঃ আব্বাজান, আমরা সবাই তো পরস্পরে দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত হলাম এবং ইউসুফকে (এমন জায়গায়, যেখানে ব্যাঘ্র থাকার ধারণা ছিল না) আসবাবপত্রের কাছে ছেড়ে দিলাম। অতঃপর (ঘটনাচক্রে) একটি ব্যাঘ্র (আসল এবং) তাকে খেয়ে ফেলল। আর আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। [যখন তারা ইয়াকুব (আ)-এর কাছে আসছিল, তখন] ইউসুফের জামায় কৃত্রিম রক্তও লাগিয়ে এনেছিল। (অর্থাৎ কোন জন্তুর রক্ত তাঁর জামায় মাখিয়ে নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করল)। ইয়াকুব (আ) দেখলেন যে, জামার কোন অংশ ছিন্ন ছিল না। (তাবারী কর্তৃক ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত) তখন বললেন ঃ (ইউসুফকে ব্যাঘ্র কিছুতেই খায়নি) বরং তোমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একথা বলছ। অতএব আমি সবরই করব, যাতে অভিযোগের লেশমাত্রও থাকবে না। (যে সবরে বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই ; তাই 'সবরে জামীল'—এ তফসীর বিশুদ্ধ হাদীসের বরাত দিয়ে তাবারী বর্ণনা করেছেন)। তোমরা যা বর্ণনা করছ, তাতে আল্লাহ্ তা'আলাই সাহায্য করুন [অর্থাৎ আপাতত এ বিষয়ে আমার সবর করার সামর্থ্য হোক এবং ভবিষ্যতে তোমাদের মিথ্যার মুখোশ উন্মোচিত হোক। মোটকথা, হযরত ইয়াকুব (আ) সবর করে বসে রইলেন এবং ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা হল এই যে, ঘটনাক্রমে সেদিকে] একটি কাফেলা আগমন করল [যা মিসর যাচ্ছিল। তারা নিজেদের লোককে পানি আনার জন্য (কূপে) প্রেরণ করল। সে বালতি ফেলল। ইউসুফ বালতি ধরে ফেললেন। বালতি উপরে আনার পর ইউসুফকে দেখে আনন্দিত হয়ে] সে বলতে লাগল ঃ কি আনন্দের বিষয়! এ তো চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। (কাফিলার লোকেরা জানতে পেরে তারাও আহলাদে আটখানা) তারা তাকে (পণ্য) দ্রব্য সাব্যস্ত করে (এ ধারণার বশবর্তী হয়ে) গোপন করে ফেলল (যেন কোন দাবীদার বের না হয় এবং একে মিসরে নিয়ে উচ্চমূল্য বিক্রয় করা যায়) তাদের সব কার্যক্রম আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল। [এদিকে ভ্রাতারাও আশেপাশে ঘোরাফিরা করছিল এবং কূপের ভেতরে ইউসুফের দেখাশোনা করত। তাকে কিছু খাদ্যও তারা পৌঁছাত। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইউসুফ না মরুক, কেউ এসে তাকে অন্য দেশে নিয়ে যাক এবং ইয়াকুব (আ) যেন ঘুণাক্ষরেও তা জানতে না পারেন। সেদিন ইউসুফকে কূপের ভেতরে না দেখে এবং নিকটেই একটি কাফেলাকে অবস্থান করতে দেখে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে উপস্থিত হল, তারা ইউসুফের সন্ধান পেয়ে কাফেলার লোকদেরকে বলল ঃ ছেলেটি আমাদের ক্রীতদাস। সে পলায়ন করে এসেছে। এখন আমরা তাকে রাখতে চাই না]। এবং (এ কথা বলে) তাকে খুবই কম মূল্যে (কাফিলার লোকদের কাছে) বিক্রি করে দিল ; অর্থাৎ গুণা-গুনতি কয়েকটি দিরহামের পরিবর্তে এবং (কারণ ছিল এই যে,) তারা তো তার সঠিক মূল্যায়নকারী ছিলই না (যে, উৎকৃষ্ট মাল মনে করে উচ্চমূল্যে বিক্রি করত। আসলে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয় বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলী রয়েছে।

এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, যেসব ইহুদী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-কে এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তাদের জন্য এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে সময় মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন এবং তাঁর সংবাদ মদীনায় পৌঁছেছিল, তখন মদীনায় ইহুদীরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একদল লোক মক্কায় প্রেরণ করেছিল। তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরূপ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সত্য নবী হলে বলুন, কোন্ পয়গম্বরের এক পুত্রকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তর করা হয় এবং তার বিরহব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে যায় ?

জিজ্ঞাসার জন্য এ ঘটনাটি মনোনীত করার পেছনে কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কার কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাতও ছিল না। তখন মক্কায় কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না যে, তওরাত ও ইনজীলের বরাতে তার কাছ থেকে এ ঘটনার কোন অংশবিশেষ জানা যেত। বলা বাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণ সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ)-এর সম্পূর্ণ কাহিনী এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তওরাত ও ইনজীলেও তেমনটি হয়নি। তাই এর বর্ণনা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি প্রকাশ্য মু'জিযা।

আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইহুদীদের প্রশ্ন বাদ দিলেও স্বয়ং এ কাহিনীতে এমন এমন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলার অপার মহিমার নিদর্শন এবং অনুসন্ধানকারীদের জন্য বড় বড় নির্দেশ বিধান ও মাস'আলা বিদ্যমান রয়েছে। যে বালককে ভ্রাতারা ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করেছিল, আল্লাহ্র অপরিসীম শক্তি তাকে কোথা থেকে কাথায় পৌঁছে দিয়েছে, কিভাবে তার হিফাযত হয়েছে! এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে স্বীয় নির্দেশাবলী পালনের কেমন গভীর আগ্রহ দান করে থাকেন! যৌবনাবস্থায় অবাধ ভোগের চমৎকার সুযোগ হাতে আসা সত্ত্বেও ইউসুফ (আ) আল্লাহ্র ভয়ে প্রবৃত্তিকে কিভাবে পরাভূত করে অক্ষত অবস্থায় এ বিপদের কবল থেকে বের হয়ে আসেন। আরও জানা যায় যে, যে ব্যক্তি সাধুতা ও আল্লাহ্ভীতির পথে চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শত্রুদের বিপরীতে কিরূপ ইয্যত দান করেন এবং শত্রুদেরকে কিভাবে তার পদতলে লুটিয়ে দেন। এগুলোই হচ্ছে এ কাহিনীর শিক্ষা এবং আল্লাহ্র শক্তির মহান নিদর্শন। চিন্তা করলেই এগুলো বোঝা যায়। —(কুরতুবী, মাযহারী)

আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফ (আ) সহ হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বারজন পুত্র সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। ইয়াকুব (আ)-এর উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। তাই বারটি পরিবার সবাই 'বনী ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়।

বার পুত্রের মধ্যে দশজন জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব (আ)-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াকুব (আ) লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ (আ)-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বেনিয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই। ইউসুফ জননী রাহীলও বেনিয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় আয়াত থেকে ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা পিতা ইয়াকুব (আ)-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনরূপে ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্দরুন তারা ইউসুফ (আ)-এর বিরাট মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বেনিয়ামিনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশ জন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

এ আয়াতে ভ্রাতারা নিজেদের সম্পর্কে عُصْبَةٌ শব্দ ব্যবহার করেছে। আরবী ভাষায় পাঁচ থেকে দশজনের একটি দলের অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। পিতা সম্পর্কে তারা বলেছে ঃ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ—এতে ضلال শব্দের আভিধানিক অর্থ পথভ্রষ্টতা। কিন্তু এখানে ধর্মীয় পথভ্রষ্টতা বোঝানো হয়নি। নতুবা এরূপ ধারণা করার কারণে তারা সবাই কাফির হয়ে যেত। কেননা, ইয়াকুব (আ) ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত পয়গম্বর। তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা নিশ্চিত কুফর।

ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাদের সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাকে উল্লিখিত রয়েছে যে, পরবর্তীকালে তারা দোষ স্বীকার করে পিতার কাছে মাগফিরাতের দোয়া প্রার্থনা করেছিল। পিতা তাদের এ প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে। এগুলো তখনই সম্ভবপর, যখন তাদের মুসলমান ধরা হয়। নতুবা কাফিরের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা বৈধ নয়। এ কারণেই ভ্রাতাদের পয়গম্বর হওয়ার ব্যাপারে তো আলিমরা মতভেদ করেছেন কিন্তু মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এখানে ضلال শব্দটি শুধু এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে, তিনি সন্তানদের প্রতি সমতাপূর্ণ ব্যবহার করেন না।

তৃতীয় আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করল যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল ঃ তাকে কোন অন্ধকূপের গভীরে নিক্ষেপ কর হোক—যাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ্ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। আয়াতের وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতামাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা যে পয়গম্বর ছিল না, উপরোক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবিরা গোনাহ্ করেছে। একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাঁকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত ইত্যাদি। বিজ্ঞ আলিমগণের বিশ্বাস অনুযায়ী পয়গম্বরগণ দ্বারা নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ গোনাহ্ হতে পারে না।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বলল ঃ ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কূপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন দূর দেশে যেতে হবে না। কোন কাফিলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ। সে-ই এ অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ (আ)-এর ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল ঃ আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না।

আয়াতে غَيَابَةَ الْجُبِّ বলা হয়েছে; যা কোন বস্তুকে ঢেকে ফেলে দৃষ্টির আড়াল করে দেয়, তাকেই غيابة বলা হয়। এ কারণেই কবরকেও غيابة বলা হয়। যে কূপের পাড় তৈরী করা হয় না, তাকে جب বলা হয়।

يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ এখানে التقاط শব্দটি لقطة থেকে উদ্ভূত। যে পড়ে থাকা বস্তু অন্বেষণ ব্যতিরেকেই কেউ পেয়ে ফেলে, তাকে لقطة বলা হয়। অ-প্রাণী-

বাচক বস্তু হলে لقطة এবং প্রাণীবাচক হলে ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় لقيط বলা হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অপরিপক্ক বালক হলেও কুড়িয়ে পাওয়া মানুষকে لقيط বলা হবে। কুরতুবী এশব্দ দ্বারাই প্রমাণ করেছেন যে, ইউসুফ (আ)-কে যখন কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তিনি তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন। এ ছাড়া ইয়াকুব (আ)-এর এরূপ বলাও তাঁর বালক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আমার আশংকা হয় ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলবে। কেননা, ব্যাঘ্রে খেয়ে ফেলা বালকদের ক্ষেত্রেই কল্পনা করা যায়। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শায়বার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তখন ইউসুফ (আ)-এর বয়স ছিল সাত বছর।—(মাযহারী)

ইমাম কুরতুবী এ স্থলে لقط ও لقيط এর বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। তবে এ সম্পর্কে একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জান ও মালের হিফাযত পথঘাট ও সড়ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি একমাত্র সরকারী বিভাগসমূহের দায়িত্ব নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির স্কন্ধে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পথেঘাটে ও সড়কে দাঁড়িয়ে অথবা নিজের কোন আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে যারা পথিকদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার জিহাদও গ্রহণীয় নয়। এমনিভাবে রাস্তায় কোন বস্তু পড়ে থাকার কারণে যদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকে; যেমন কাঁটা, কাঁচের টুকরা, পাথর ইত্যাদি, তবে এগুলোকে সরানো শুধু ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব নয় বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যারা এ কাজ করে তাদের জন্য অশেষ প্রতিদান ও সওয়াবের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারও হারানো মাল পেলে তা আত্মসাৎ না করাই শুধু তার দায়িত্ব নয় বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালটি উঠিয়ে সযত্নে রেখে দেবে এবং ঘোষণা করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া গেলে এবং লক্ষণাদি বর্ণনার পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ মাল তারই; তবে তাকে প্রত্যর্পণ করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও খোঁজা-খুঁজি সত্ত্বেও যদি মালিক না পাওয়া যায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিঃস্ব দরিদ্র হলে নিজেই তা ভোগ করতে পারবে। অন্যথায় ফকির-মিসকীনকে দান করে দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দান রূপে গণ্য করা হবে। দানের সওয়াব সে-ই পাবে; যেন পরকালের হিসাবে সেটি তার নামেই জমা করে দেওয়া হবে।

এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি। এগুলোর দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আফসোস! মুসলমানরা নিজেদের দীনকে বুঝলে এবং তা যথাযথ পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে যাবে। তারা দেখবে যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তা অনায়াসে কিভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ ভাষায় আবেদন পেশ করল ঃ আব্বাজান! ব্যাপার কি যে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে-ও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।

তাদের এ আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের আবেদন কোন সময়ে করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর কাছে প্রমোদ-ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আ) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি। তিনি শুধু ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্তত করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয় বরং সহীহ্ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরীয়তের সীমালংঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরীয়তের বিধান লংঘিত হতে পারে এমন কোন কিছুর মিশ্রণও উচিত নয়।—(কুরতুবী)

ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে প্রেরণের আবেদন করল, তখন ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ তাকে প্রেরণ করা আমি দু'কারণে পছন্দ করি না। প্রথমত, এ নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়ত, আশংকা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

বাঘে খাওয়ার আশংকা হওয়ার কারণ এই যে, কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবা ইয়াকুব (আ) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নিচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ (আ)। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয় কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ (আ) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এ ভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দেওয়ার অর্থ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকুব (আ) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশংকা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেন নি।—(কুরতুবী)

ভ্রাতারা ইয়াকুব (আ)-এর কথা শুনে বলল ঃ আপনার ভয়ভীতি অমূলক। আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হিফাযতের জন্য বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের সবার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমাদের অস্তিত্বই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে?

হযরত ইয়াকুব (আ) পয়গম্বর সুলভ গাম্ভীর্যের কারণে পুত্রদের সামনে এ কথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশংকা করি। কারণ, এতে প্রথমত তাদের মনোকষ্ট হত, দ্বিতীয়ত পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরও বেড়ে যেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোন সময় কোন ছলছুঁতায় তাকে হত্যা করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে অঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসুফের কোনরূপ কষ্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার হাতে বিশেষ করে তাকে সোপর্দ করে বললেন ঃ তুমি তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে দেখাশোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে ইউসুফকে কাঁধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছু দূর পর্যন্ত হযরত ইয়াকুব (আ)ও তাদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেলেন।

কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন ইউসুফ (আ) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, সে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তখন ইউসুফ (আ) পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, 'তুই যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্যকে সিজদা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোকে সাহায্য করবে।'

কুরতুবী এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোন না কোন উপায়ে ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্নই তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল।

অবশেষে ইউসুফ (আ) ইয়াহুদাকে বললেন ঃ আপনি জ্যেষ্ঠ। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে দয়ার্দ্র হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করুন, যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হল এবং তাকে বলল ঃ যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না।

ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল ঃ নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবে না।

ভাইয়েরা উত্তর দিল ঃ আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহুদা

দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল, তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন। নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সর্প, বিচ্ছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোন সর্প ইত্যাদি দংশন করে তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোন কাফিলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোন দেশে পৌঁছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হল। এ বিষয়টি তৃতীয় আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ وَاَجْمَعُوْا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

অর্থাৎ ভাইয়েরা যখন ইউসুফ (আ)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ কুকর্মের কথা ব্যক্ত করবে। তারা তখন কিছুই বুঝতে পারবে না।

এখানে وَاَوْحَيْنَا শব্দটি فَلَمَّا ذَهَبُوا-এর جَزَاء বা جَوَاب এখানে وَ অক্ষরটি অতিরিক্ত।—(কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, ভাইয়েরা যখন মিলিতভাবে তাকে কূপে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেই ফেলল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর সান্ত্বনার জন্য ওহী প্রেরণ করলেন। এতে ভবিষ্যতে কোন সময় ভাইদের সাথে সাক্ষাত এবং সাথে সাথে এ বিষয়েরও সুসংবাদ দেওয়া হল যে, তখন সে ভাইদের প্রতি অমুখাপেক্ষী এবং তাদের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে থাকবে। ফলে সে তাদের অন্যায়-অত্যাচারের বিচার করবে অথচ তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার ধারণা সম্ভবপর। এক. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁর সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী আগমন করেছিল। দুই. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে ভবিষ্যত ঘটনাবলী বলে দিয়েছিলেন। এতে আরও বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ।

ইউসুফ (আ)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এটা নবুয়তের ওহী ছিল না। কেননা, নবুয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে অবতীর্ণ হয়। বরং এ ওহীটি ছিল এ ধরনের, যেমন মূসা (আ)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো হয়েছিল। ইউসুফ (আ)-এর প্রতি নবুয়তের ওহীর আগমন মিসর পৌঁছা ও যৌবনে পদার্পণের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে ঃ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ

حُكْمًا وَعِلْمًا ইবনে জারীর, ইবনে আবীহাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুয়তের ওহীই আখ্যা দিয়েছেন ; যেমন ঈসা (আ)-কে শৈশবেই নবুয়তের ওহী দান করা হয়েছিল।—(মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মিসর পৌঁছার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।—(কুরতুবী) একারণেই ইউসুফ (আ)-এর মত একজন পয়গম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও বৃদ্ধ পিতাকে স্বীয় নিরাপত্তার সংবাদ পৌঁছিয়ে নিশ্চিন্ত করার কোন ব্যবস্থা করেন নি।

এ কর্মপন্থার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কি কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা জানার সাধ্য কার? সম্ভবত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে কোন কিছুর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা রাখা যে আল্লাহ্র নিটক পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে ইয়াকুব (আ)-কে সতর্ক করাও এর লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া শেষ পর্যন্ত যাঞ্চাকারীর বেশে ভাইদেরকেই ইউসুফ (আ)-এর সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের কিছু শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এস্থলে ইউসুফ (আ)-কে কূপে নিক্ষেপ করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ যখন ওরা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করতে লাগল, তখন তিনি কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তার জামা খুলে তদ্দ্বারা হাত বেঁধে দিল। তখন ইউসুফ (আ) পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও সেই একই উত্তর পাওয়া গেল যে, যে এগারটি নক্ষত্র তোকে সিজদা করে, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোর সাহায্য করবে। অতঃপর একটি বালতিতে রেখে তা কূপে ছাড়তে লাগল। মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ইউসুফের হিফাযত করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনরূপ আঘাত পান নি। নিকটেই একখণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে গেলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্র আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়ে দেন।

ইউসুফ (আ) তিনদিন কূপে অবস্থান করলেন। ইয়াহুদা প্রত্যহ গোপনে তাঁর জন্য কিছু খাদ্য আনত এবং বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দিত।

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ—অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় তারা ক্রন্দন করতে করতে পিতার নিকট পৌঁছল। ইয়াকুব (আ) ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল ঃ

يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ○

অর্থাৎ পিতঃ, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা যত সত্যবাদীই হই কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।

ইবনে আরাবী 'আহকামুল কোরআনে' বলেন ঃ পারস্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা শরীয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জিহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অশ্ব-প্রতিযোগিতা করানো (অর্থাৎ ঘোড়দৌড়)ও প্রমাণিত রয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া' জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এছাড়া ঘোড়দৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েয। কিন্তু পরস্পর হারজিতে কোন টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত যা কোরআন পাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আজকাল ঘোড়দৌড়ের যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার কোনটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়। তাই এগুলি হারাম ও না-জায়েয।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা পারস্পরিক আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ—অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে একটি

জরুরী বিষয় থেকে গাফিল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানোর সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিত, তবে ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। কিন্তু তারা অক্ষত ও আস্ত জামায় ছাগল ছানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোঁকা দিতে চাইল। ইয়াকুব (আ) অক্ষত ও আস্ত জামা দেখে বললেন ঃ বাছারা, এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে কিন্তু জামার কোন অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি!

এভাবে ইয়াকুব (আ)-এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

—অর্থাৎ ইউসুফকে বাঘে খায়নি বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। এখন আমার জন্য উত্তম এই যে, ধৈর্যধারণ করি এবং তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করি।

মাস'আলা ঃ ইয়াকুব (আ) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ইউসুফ ভ্রাতাদের মিথ্যা সপ্রমাণ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবী ও যুক্তি প্রমাণের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আলামতের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

মাওয়ারদি বলেন ঃ হযরত ইউসুফের জামাও কিছু আশ্চর্যজনক বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই জড়িত রয়েছে।

প্রথম ঘটনা হল, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীয়, যুলায়খার ঘটনা। এতেও ইউসুফ (আ)-এর জামাটিই সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয়, ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তাঁর জামাটিই মো'জেযার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'আলা ঃ কোন কোন আলিম বলেন ঃ কাহিনীর এ পর্যায়ে ইয়াকুব (আ) পুত্রদেরকে বলেছেন ঃ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا অর্থাৎ তোমাদের মন একটি বিষয় খাড়া করে নিয়েছে। তিনি হুবহু এই উক্তি তখনও করেছিলেন, যখন মিসরে ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ভাই বেনিয়ামিন কথিত একটি চুরির অভিযোগে ধৃত হয় এবং তার ভ্রাতারা ইয়াকুব (আ)-কে এর সংবাদ দেন। এ সংবাদ শুনেও তিনি بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا বলেছিলেন। এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, ইয়াকুব (আ) উভয় ক্ষেত্রে নিজ অভিমত অনুসারে একথা বলেছিলেন কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে তা নির্ভুল প্রমাণিত হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। কেননা, এক্ষেত্রে ভাইদের কোন

দোষ ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, পয়গম্বরগণের অভিমতও প্রথম পর্যায়ে ভ্রান্ত হতে পারে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে ওহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে ভ্রান্তির উপর কায়েম থাকতে দেওয়া হয় না।

কুরতুবী বলেন ঃ এতে বুঝা যায় যে, অভিমতের ভ্রান্তি বড়দের তরফ থেকেও হতে পারে। কাজেই প্রত্যেক অভিমত প্রদানকারীর উচিত, নিজ অভিমতকে ভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্ত মনে করা এবং নিজ মতামতের উপর কারও অটল অনড় হয়ে থাকা উচিত নয় যে, অপরের মতামত শুনতে এবং তা মেনে নিতে সম্মত নয়।

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ —এখানে— سَيَّارَةٌ শব্দের অর্থ কাফিলা। وارد বলে কাফিলার অগ্রবর্তী লোকদেরকে বুঝান হয়েছে। কাফিলার পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তাদের দায়িত্ব। إِدْلَاءٌ শব্দের অর্থ কূপে বালতি নিক্ষেপ করা। উদ্দেশ্য এই যে, ঘটনাচক্রে একটি কাফিলা এ স্থানে এসে যায়। তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ এ কাফিলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সংগ্রহকারীদের কূপে প্রেরণ করল।

মিসরীয় কাফিলার পথ ভুলে এখানে পৌঁছা এবং এই অন্ধ কূপের সম্মুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তারা জানে যে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। ইউসুফের স্রষ্টা ও রক্ষকই কাফিলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং কাফিলার লোকদেরকে এই অন্ধ কূপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেসব ঘটনাকে আকস্মিক ব্যাপারাধীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। দার্শনিকরা এগুলোকে দৈবাধীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। নতুবা সৃষ্টি পরম্পরায় দৈবাৎ কোন কিছু হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার অবস্থা হচ্ছে فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন)। তিনি গোপন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক ঘটনাবলীর সাথে তার কোন সম্পর্ক বুঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব ঘটনা মনে করে বসে।

মোট কথা, কাফিলার মালেক ইবনে দোবর নামে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি এই কূপে পৌঁছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসুফ (আ) সর্বশক্তিমানের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শনাবলী তার মহত্ত্বের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোল্লাসে

চিৎকার করে উঠল ঃ يَا بُشْرَى هٰذَا غُلَامٌ ——আরে, আনন্দের কথা—এ তো বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। সহীহ্ মুসলিমের মি'রাজ রজনীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি ইউসুফ (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বণ্টন করা হয়েছে।

وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ——অর্থাৎ তাকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল।

উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দোবর এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল কিন্তু পরে চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ আদায় করা যায়। সমগ্র কাফিলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অংশীদার হয়ে যাবে।

এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল, যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ ইউসুফ (আ)-কে কূপের মধ্যে খানা পৌঁছানোর জন্য যেতো। তৃতীয় দিন তাকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। অতঃপর সব ভাই একত্রে সেখানে পৌঁছল এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাফিলার লোকদের কাছ থেকে ইউসুফকে বের করল। তখন তারা বলল ঃ এই ছেলেটি আমাদের গোলাম। পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কব্জায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছ। একথা শুনে মালেক ইবনে দোবর ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল।

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ——অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল।

উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রেতা কাফিলা কি করবে—সব আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল। তিনি তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ারও শক্তি রাখতেন। কিন্তু বিশেষ কোন রহস্যের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেন নি বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন।

ইবনে কাসীর বলেন ঃ এ বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্যও নির্দেশ রয়েছে যে, আপনার কওম আপনার সাথে যা কিছু করছে অথবা করবে, তা সবই আমার জ্ঞান ও শক্তির আওতাধীন রয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সব বানচাল করে দিতে

পারি কিন্তু আপাতত তাদেরকে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ দেওয়াই হিকমতের চাহিদা। পরিণামে আপনাকে বিজয়ী করে সত্যের বিজয় নিশ্চিত করা হবে, যেমন ইউসুফ (আ)-এর সাথে করা হয়েছে।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ—আরবী ভাষায় شرا শব্দ ক্রয় করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলেও উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সর্বনামকে ইউসুফ ভ্রাতাদের দিকে ফিরানো হয়, তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং কাফিলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে ক্রয় করার অর্থ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল কিংবা কাফিলার লোকেরা ইউসুফকে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ নামে মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল।

কুরতুবী বলেনঃ আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের লেনদেন পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের উর্ধ্বে নয়, এমন লেনদেন গণনার মাধ্যমে করত। তাই دراهم শব্দের সাথে معدودة (গুণাগুনতি) শব্দের প্রয়োগ থেকে বুঝা যায় যে, দিরহামের পরিমাণ চল্লিশের কম ছিল। ইবনে কাসীর আবদুল্লাহ্ ইবনে মস-উদের রেওয়ায়েতে লেখেনঃ বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল এবং দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে তা বণ্টন করে নিয়েছিল। দিরহামের সংখ্যা কত ছিল এ ব্যাপারে কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে বাইশ এবং কোন কোন রেওয়া-য়েতে চল্লিশ।—(ইবনে কাসীর)

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ—এখানে زاهدين শব্দটি -এর বহুবচন; زهد থেকে এর উৎপত্তি। زهد -এর শাব্দিক অর্থ বৈরাগ্য ও নির্লিপ্ততা। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় সাংসারিক ধনসম্পদের প্রতি অনাসক্তি ও বিমুখতা। আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা এ ব্যাপারে আসলে ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষী ছিল না। তাদের আসল লক্ষ্য ছিল ইউসুফ (আ)-কে পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। তাই অল্প সংখ্যক দিরহামের বিনিময়েই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যায়।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ
يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ
وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ
اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ۚ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

(২১) মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ একে সম্মানে রাখ। সম্ভবত সে আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্য যে তাকে বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ্ নিজ কাজে প্রবল থাকেন কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (২২) যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই। (২৩) আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল ঃ শুন! তোমাকে বলছি, এদিকে আস! সে বলল ঃ আল্লাহ্ রক্ষা করুন ; তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লংঘনকারিগণ সফল হয় না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিলার লোকেরা ইউসুফকে ভাইদের কাছ থেকে ক্রয় করে মিসরে নিয়ে গেল এবং 'আজীজে মিসরের' হাতে বিক্রয় করে দিল)। আর যে ব্যক্তি মিসরে তাকে ক্রয় করল (অর্থাৎ আজীজ), সে (তাকে গৃহে এনে স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করল এবং) স্ত্রীকে বলল ঃ তাকে সযত্নে রাখ। আশ্চর্য কি যে, সে (বড় হয়ে) আমাদের কাজে আসবে কিংবা আমরা তাকে পুত্ররূপেই গ্রহণ করে নেব! (কথিত আছে যে, তাদের সন্তান-সন্ততি ছিল না তাই এ কথা বলেছিল)। আমি (যেভাবে ইউসুফকে বিশেষ কৃপায় অন্ধ কূপ থেকে মুক্তি দিয়েছি) তেমনিভাবে ইউসুফকে এ দেশে (মিসরে) প্রতিষ্ঠিত করেছি (অর্থাৎ রাজত্ব দিয়েছি) এবং (এ মুক্তিদান এ উদ্দেশ্যও ছিল) যাতে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। (উদ্দেশ্য এই যে, মুক্তিদানের লক্ষ্য ছিল তাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ধনসম্পদে ধনী করা) এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় (ঈপ্সিত) কাজে প্রবল (ও শক্তিমান ; যা ইচ্ছা, তাই করেন), কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। [কেননা, ঈমানদার বিশ্বাসীদের সংখ্যা কম। এ বিষয়টি কাহিনীর মাঝখানে 'অসম্পর্কশীল' বাক্য হিসাবে আনা হয়েছে। কারণ, ইউসুফ (আ)-এর বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ ক্রীতদাস হয়ে থাকা বাহ্যত উত্তম অবস্থা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, এ অবস্থাটি ক্ষণ-স্থায়ী এবং অন্য একটি অবস্থার উপায় ও অবলম্বন মাত্র। তাকে উচ্চস্থান দান করাই আসল লক্ষ্য। আজীজে মিসর ও তার গৃহে লালিত-পালিত হওয়াকে এর উপায় করা হয়েছে।

কেননা, উচ্চপদস্থ লোকদের ঘরে লালিত-পালিত হলে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়ে এবং রাজকীয় বিষয়াদির জ্ঞান জন্মে। এ বিষয়বস্তুরই অবশিষ্টাংশ পরবর্তী বাক্যে বর্ণিত হয়েছে ঃ] এবং যখন সে যৌবনে (অর্থাৎ পরিণত বয়স অথবা ভরা যৌবনে) পদার্পণ করল, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম [এর অর্থ নবুয়তের জ্ঞান দান করা। কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় তাঁর কাছে যে ওহী প্রেরণের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নবুয়তের ওহী ছিল না বরং সেটা ছিল মূসা (আ)-র জননীর কাছে প্রেরিত ওহীর অনুরূপ]। এবং আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। [ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের যে কাহিনী পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে, তার পূর্বে এ বাক্যগুলোতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তা নিছক মিথ্যা ও অপপ্রচার হবে। কারণ, যাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করা হয়, তার দ্বারা এ ধরনের কোন দুষ্কর্ম অনুষ্ঠিত হতেই পারে না। অতঃপর এ অপবাদ আরোপের কাহিনী উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) আজীজে মিসরের গৃহে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলেন] এবং (ইতিমধ্যেই এ পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন যে) যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আ) বাস করতেন, সে (তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং) তার সাথে স্বীয় কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য ফুসলাতে লাগল এবং (গৃহের) সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং (তাঁকে) বলতে লাগল ঃ এদিকে এসো, তোমাকেই বলছি। ইউসুফ (আ) বললেন ঃ (প্রথমত এটা একটা মহাপাপ) আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন, (দ্বিতীয়ত) তিনি (অর্থাৎ তোমার স্বামী) আমার লালন-পালনকারী (ও অনুগ্রহকারী)। তিনি আমার বসবাসের সুবন্দোবস্ত করেছেন। (অতএব আমি কি করে তাঁর সম্ভ্রম নষ্ট করব?) নিশ্চয় অকৃতজ্ঞরা সফলতা অর্জন করতে পারে না। (বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়াতেই তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। পরন্তু পরকালের শাস্তি তো নিশ্চিতই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ)-এর প্রাথমিক জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কাফিলার লোকেরা যখন তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করল, তখন ভ্রাতারা তাঁকে নিজেদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে গুটিকতক দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল। প্রথমত এ কারণে যে, তারা এ মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয়ত তাদের আসল লক্ষ্য তাঁর দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন করা ছিল না, বরং পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রি করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা আশঙ্কা করছিল যে, কাফিলার লোকেরা তাকে এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোন রকমে পিতার কাছে পৌঁছে আগাগোড়া চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তাই তফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফিলা রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফিলা রওয়ানা হয়ে গেল, তখন তারা কিছু দূর পর্যন্ত কাফিলার পেছনে পেছনে গেল এবং তাদেরকে বলল ঃ দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিয়ো না বরং বেঁধে রাখ। এ

অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ কাফিলার লোকেরা তাঁকে এমনিভাবে মিসরে নিয়ে গেল।—(ইবনে কাসীর)

এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। কোরআনের নিজস্ব সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী কাহিনীর যতটুকু অংশ আপনা-আপনি বুঝা যায়, তার বেশী উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি; উদাহরণত কাফিলার বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে মিসর পর্যন্ত পৌঁছা, সেখানে পৌঁছে ইউসুফ (আ)-কে বিক্রি করে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো ছেড়ে দিয়ে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ —অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইউসুফ (আ)-কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ ইউসুফের বসবাসের সুবন্দোবস্ত কর।

তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ কাফিলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে যাওয়ার পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ (আ)-এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগনাভি এবং সমপরিমাণ রেশমী বস্ত্র দাম সাব্যস্ত হয়ে গেল।

আল্লাহ্ তা'আলা এ রত্ন আজীজে মিসরের জন্য অবধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করে নিলেন।

কোরআনের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, এগুলো কোন দৈবাৎ ঘটনা নয় বরং বিশ্ব পালকের রচিত অটুট ব্যবস্থাপনার অংশমাত্র। তিনি মিসরে ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করার জন্য এ দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। ইবনে কাসীর বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। তাঁর নাম 'কিতফীর' কিংবা 'ইতফীর' বলা হয়ে থাকে। তখন মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি 'রাইয়ান ইবনে ওসায়দ'। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফ (আ)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।—(মাযহারী) ক্রেতা আজীজে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল 'রাঈল' কিংবা 'জুলায়খা'। আজীজে মিসর 'কিতফীর' ইউসুফ (আ) সম্পর্কে স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন ঃ তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও—ক্রীতদাসের মত রেখো না এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথম, আজীজে মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলী অবহিত হয়ে স্ত্রীকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়, হযরত শো'আয়ব (আ)-এর ঐ কন্যা, যে মূসা (আ) সম্পর্কে পিতাকে বলেছিল ঃ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ

اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ——পিতঃ, 'তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা উত্তম চাকর ঐ ব্যক্তি, যে সবল, সুঠাম ও বিশ্বস্ত হয়।' তৃতীয়, হযরত আবূবকর সিদ্দীক, যিনি ফারূকে আযম (রা)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন।—(ইবনে কাসীর)

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ——অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুসংবাদ রয়েছে যে, যে ইউসুফ এখন ক্রীতদাসের বেশে আজীজে মিসরের গৃহে প্রবেশ করেছে, অতি সত্বর সে মিসরের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে।

وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ——এখানে শুরুতে واو কে عطف-এর অর্থে নিলে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহা মেনে নেওয়া হবে। অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ)-কে রাজত্ব দান করেছি, যাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে এ দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্যাদির পরিপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরোক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ। ওহী যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা, যাবতীয় জরুরী জ্ঞান অর্জিত হওয়া, স্বপ্নের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ——অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কর্মে প্রবল ও শক্তিমান। যাবতীয় বাহ্যিক কারণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপকরণ তার জন্য প্রস্তুত করে দেন।

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ——কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বুঝে না। তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সব কিছু মনে করে এগুলোর চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং উপকরণ সৃষ্টিকারী ও সর্বশক্তিমানের কথা ভুলে যায়।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا——অর্থাৎ যখন ইউসুফ (আ) পূর্ণ শক্তি ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম।

'শক্তি ও যৌবন' কোন্ বয়সে অর্জিত হল, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ (রা) বলেনঃ তখন বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। যাহ্হাক বিশ বছর এবং হাসান বসরী চল্লিশ বছর বর্ণনা করেছেন।

তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করার অর্থ এস্থলে নবুয়ত দান করা। এতে আরও জানা গেল যে, ইউসুফ (আ) মিসর পৌঁছারও অনেক পরে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। কূপের গভীরে যে ওহী তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নবুয়তের ওহী ছিল না বরং আভিধানিক 'ওহী' ছিল, যা পয়গম্বর নয়—এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায়; যেমন মূসা (আ)-র জননী এবং হযরত ঈসা (আ)-র মাতা মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ—আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌঁছানো ছিল ইউসুফ (আ)-এর সদাচরণ, আল্লাহ্ ভীতি ও সৎ কর্মের পরিণতি। এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

অর্থাৎ যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আ) থাকতেন, সে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বলল ঃ শীঘ্র এসে যাও, তোমাকেই বলছি।

প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আজীজে মিসরের স্ত্রী। কিন্তু এ স্থলে কোরআন 'আজীজ-পত্নী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 'যার গৃহে সে ছিল' এ শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরও অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে—তারই আশ্রয়ে থাকতেন। তার আদেশ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

গোনাহ্ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ঃ এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ (আ) যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপর ভরসা করেন নি। এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং যুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লাহ্কে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেন ঃ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

তিনি আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণ-প্রাপ্ত হয় না।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আজীজে মিসর আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি তাঁর ইযযতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জঘন্য অনাচার অথচ অনাচারীরা কখনও কল্যাণ-প্রাপ্ত হয় না। এভাবে তিনি যেন স্বয়ং যুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েক-দিন লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও বেশী স্বীকার করা দরকার।

এখানে ইউসুফ (আ) আজীজে মিসরকে স্বীয় 'রব'—পালনকর্তা বলেছেন। অথচ এ শব্দটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয়। কারণ, এধরনের শব্দ শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, কোন দাস স্বীয় প্রভুকে 'রব' বলতে পারবে না এবং কোন প্রভু স্বীয় দাসকে 'বান্দা' বলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য। এতে শিরক নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এমন বিষয়বস্তুকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শিরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে শিরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে চিত্রনির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে বিধায় একে শিরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে শিরকের উপায়াদি তথা চিত্র ও শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলীও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, ইউসুফ (আ)-এর إِنَّهُ رَبِّي 'তিনি আমার পালনকর্তা' বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল।

পক্ষান্তরে إِنَّهُ শব্দের সর্বনামটি আল্লাহ্র দিকে ফিরানোও সম্ভবপর। অর্থাৎ ইউসুফ (আ) আল্লাহ্কেই 'রব' বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন। সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্বৃহৎ জুলুম। এরূপ জুলুমকারী কখনও সফল হয় না।

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় যুলায়খা ইউসুফ (আ)-কে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। সে বলল ঃ তোমার মাথার চুল কত সুন্দর! ইউসুফ (আ) বললেন ঃ মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর যুলায়খা বলল ঃ তোমার নেত্রদ্বয় কতই না মনোহর! ইউসুফ (আ) বললেন ঃ মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরও বলল ঃ তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! ইউসুফ (আ) বললেন ঃ এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশী প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের ক্ষণভঙ্গুর ভোগবিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নিলিপ্ত রাখতে পারে।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اِيَّاهُ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۭ كَذٰلِكَ
لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْۗءَ وَالْفَحْشَاۗءَ ۭ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝۲۴

(২৪) নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ মহিলার অন্তরে তাঁর কল্পনা (দৃঢ় সংকল্পরূপে) প্রতিষ্ঠিতই হচ্ছিল এবং তাঁর মনেও এ মহিলার কিছু কিছু কল্পনা (স্বাভাবিক পর্যায়ে) হতে যাচ্ছিল। (যা ইচ্ছার বাইরে; যেমন গ্রীষ্মকালের রোযায় পানির প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক হয়, যদিও রোযা ভঙ্গ করার সামান্যতম ইচ্ছাও মনে জাগে না) যদি স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শন (অর্থাৎ এ কর্ম যে গোনাহ্, তার প্রমাণ—যা শরীয়তের নির্দেশ) প্রত্যক্ষ না করত, (অর্থাৎ শরীয়তের জ্ঞান ও কর্মপ্রেরণা যদি তার অর্জিত না থাকত) তবে কল্পনা বদ্ধমূল হওয়া আশ্চর্য ছিল না। (কেননা, এর শক্তিশালী কারণ ও উপকরণ উপস্থিত ছিল কিন্তু) আমি এমনিভাবে তাঁকে জ্ঞান দান করেছি, যাতে আমি তাঁর কাছ থেকে সগীরা ও কবীরা গোনাহ্-সমূহকে দূরে সরিয়ে রাখি (অর্থাৎ ইচ্ছা ও কর্ম উভয় বিষয় থেকে রক্ষা করেছি; কেননা,) সে ছিল আমার মনোনীত বান্দাদের অন্যতম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আ)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, আজীজে মিসরের স্ত্রী যুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হল এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল কিন্তু ইয্যতের মালিক আল্লাহ্ এ সৎ যুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। এর আরও বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যুলায়খা তো পাপকাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, ইউসুফ (আ)-এর মনেও মানবিক স্বভাববশত কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ ইউসুফ (আ)-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন

এ আয়াতে هَمَّ শব্দটি (কল্পনা অর্থে) যুলায়খা ও ইউসুফ (আ) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا একথা সুনিশ্চিত যে, যুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা। এতে ইউসুফ (আ) সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা হতে পারত। অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী। কেননা, সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গোনাহ্ থেকে পবিত্র থাকেন। তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশত কোনরূপেই হতে পারে না। তবে সগীরা গোনাহ্ অনিচ্ছা ও ভুলবশত হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। কিন্তু তাঁদেরকে এর উপরও সক্রিয় থাকতে দেওয়া হয় না বরং সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা হয়।

পয়গম্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নেও জরুরী। কেননা, যদি পয়গম্বরগণের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হওয়ার আশংকা থাকে, তবে তাঁদের আনীত ধর্ম ও ওহীর প্রতি আস্থার কোন উপায় থাকে না এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাঁদের প্রতি গ্রন্থ অবতারণের কোন উপকারিতাও অবশিষ্ট থাকে না। একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পয়গম্বরকেই গোনাহ্ থেকে পবিত্র রেখেছেন।

তাই, সাধারণভাবে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ও নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া গেছে যে, ইউসুফ (আ)-এর মনে যে কল্পনা ছিল তা পাপ পর্যায়ের ছিল না। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, আরবী ভাষায় هَمَّ শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. কোন কাজের ইচ্ছা ও সংকল্প করে ফেলা। দুই. শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া। প্রথমোক্ত প্রকারটি পাপের অন্তর্ভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য। হ্যাঁ, যদি ইচ্ছা ও সংকল্পের পর একমাত্র আল্লাহ্র ভয়ে কেউ এ গোনাহ্ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, তবে হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ গোনাহ্র পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করে দেন। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া এবং তা কার্যে পরিণত করার ইচ্ছা মোটেই না থাকা। যেমন, গ্রীষ্মকালীন রোযায় পানির দিকে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক প্রায় সবারই জাগ্রত হয় অথচ রোযা অবস্থা হওয়ার ফলে তা পান করার ইচ্ছা মোটেই জাগ্রত হয় না। এই প্রকার কল্পনা মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং এ জন্য কোন শাস্তি বা গোনাহ্ নেই।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের এমন পাপচিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা সে কার্যে পরিণত করে না।—(কুরতুবী)

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেনঃ আমার বান্দা যখন কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎ কাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহ্র ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপ কাজটি করেই ফেলে, তবে একটি গোনাহ্ই লিপিবদ্ধ কর। —(ইবনে কাসীর)

তফসীর কুরতুবীতে উপরোক্ত দু'অর্থে هَمَّ শব্দের ব্যবহার প্রমাণিত করা হয়েছে এবং এর সমর্থনে আরবদের প্রচলিত বাকপদ্ধতি ও কবিতার সাক্ষ্য বর্ণনা হয়েছে।

এতে বুঝা গেল যে, আয়াতে যদিও هَمَّ শব্দটিকে যুলায়খা ও ইউসুফ (আ) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তবুও উভয়ের هَمَّ অর্থাৎ কল্পনার মধ্যে ছিল বিরাট পার্থক্য। প্রথমটি গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টি অনিচ্ছাকৃত ধারণা, যা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়। কোরআনের বর্ণনাভঙ্গিও এ দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, উভয়ের কল্পনা যদি একই প্রকার হত, তবে এ ক্ষেত্রে تَثْنِيَة তথা দ্বিবাচক পদ ব্যবহার করে وَلَقَدْ هَمَّا বলা হত, যা সংক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু এটা ছেড়ে উভয়ের কল্পনা পৃথক পৃথক বর্ণনা করে هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا বলা হয়েছে। যুলায়খার কল্পনার সাথে তাকিদের শব্দ لَقَدْ যোগ করা হয়েছে এবং ইউসুফ (আ)-এর هَمَّ ও কল্পনার সাথে তা যোগ করা হয়নি। এতে বুঝা যায় যে, এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, যুলায়খার কল্পনা এবং ইউসুফ (আ)-এর কল্পনা ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির।

সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছেঃ যখন ইউসুফ (আ) এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তখন ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে আরয করলঃ আপনার এ খাঁটি বান্দা পাপচিন্তা করছে অথচ সে এর কুপরিণাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ অপেক্ষা কর। যদি সে এ গোনাহ্ করে ফেলে, তবে যেরূপ কাজ করে, তদ্রূপই তার আমলনামায় লিখে দাও; আর যদি সে বিরত থাকে, তবে পাপের পরিবর্তে তার আমলানামায় নেকী লিপিবদ্ধ কর। কেননা, সে একমাত্র আমার ভয়ে স্বীয় খাহেশ পরিত্যাগ করেছে। এটা খুব বড় নেকী।—(কুরতুবী)

মোটকথা এই যে, ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। এটা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে।

কোন কোন তফসীরবিদ এ স্থলে একথাও বলেছেন যে, আয়াতের বাক্যাংশ অগ্র-পশ্চাৎ হয়েছে।

لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ—অংশটি পরে উল্লেখ করা হলেও তা আসলে অগ্রে রয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ (আ)-এর মনেও কল্পনা সৃষ্টি হত, যদি তিনি আল্লাহ্‌র প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে বেঁচে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়েও প্রথম তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, এতে ইউসুফ (আ)-এর আল্লাহ্‌ভীতি ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য আরও উচ্চে চলে যায়। কেননা, তিনি স্বাভাবিক ও মানবিক ঝোঁক সত্ত্বেও গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরবর্তী বাক্য হচ্ছে لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ—এখানে এর جَزَاء উহ্য রয়েছে। অর্থ এই যে, যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণাও অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ ইউসুফ (আ)-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কোরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'জেযা হিসাবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর চিত্র এভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হুঁশিয়ার করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আজীজে-মিসরের মুখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ বলেনঃ ইউসুফ (আ)-এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই সেখানে কোরআন পাকের এ আয়াত লিখিত দেখলেনঃ

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا—অর্থাৎ ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা, এটা খুবই নির্লজ্জতা, (আল্লাহ্‌র শাস্তির কারণ) এবং (সমাজের জন্য) অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ বলেছেনঃ যুলায়খার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মুহূর্তটিতে যুলায়খা সেই মূর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে ইউসুফ (আ) এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বললঃ এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গোনাহ্ করার মত সাহস আমার নেই। ইউসুফ (আ) বললেনঃ আমার উপাস্য আরও বেশী লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিকে কোন পর্দা ঠেকাতে পারে না। কারও কারও মতে ইউসুফ (আ)-এর নবুয়ত ও বিভুজ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তার প্রমাণ।

তফসীরবিদ ইবনে কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ কোরআন-পাক যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ ইউসুফ

(আ) এমন কিছু বস্তু দেখেছেন, যদ্দরুন তাঁর মন থেকে সীমালংঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরিত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল—তফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন; সেগুলোর যে কোন একটাই হতে পারে। তাই নিশ্চিতরূপে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না।—(ইবনে কাসীর)

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ)-কে এ প্রমাণ এজন্য দেখিয়েছি, যাতে তার কাছ থেকে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। 'মন্দ কাজ' বলে সগীরা গোনাহ্ এবং 'নির্লজ্জলতা' বলে কবীরা গোনাহ্ বুঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে ইউসুফ (আ)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইউসুফ (আ)-কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরানোর কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আ) নবুয়তের কারণে এ গোনাহ্ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন কিন্তু মন্দ কাজ নির্লজ্জতা তাঁকে আবেষ্টন করার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন্ন করে দিয়েছি। কোরআন পাকের এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, ইউসুফ (আ) কোন সামান্যতম গোনাহেও লিপ্ত হননি এবং তাঁর মনে যে কল্পনা জাগরিত হয়েছিল, তা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নতুবা এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হত যে, আমি ইউসুফকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম—এভাবে বলা হত না যে, গোনাহ্কে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম।

কেননা, ইউসুফ আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। এখানে مُخْلَصِيْن শব্দটি লামের যবর-যোগে مُخْلَص -এর বহুবচন। এর অর্থ মনোনীত। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ) আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সব বান্দার অন্যতম, যাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ রিসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন। এমন লোকদের চারপাশে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হিফাজতের পাহারা থাকে, যাতে তাঁরা কোন মন্দ কাজে লিপ্ত হতে না পারেন। স্বয়ং শয়তানও তার বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাদের ওপর তার কলাকৌশল অচল। শয়তানের উক্তি এই ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ○ —অর্থাৎ আপনার ইয্যত ও শক্তির কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করব, তবে যে সব বান্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন, তাদেরকে ছাড়া।

কোন কোন কিরা'আতে এ শব্দটি مُخْلِصِيْن লামের যের-যোগেও পঠিত হয়েছে। مُخْلِص —ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে—এতে কোন পার্থিব ও প্রবৃত্তিগত উদ্দেশ্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায়

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও ইবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্য করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দুটি শব্দ سوء ও فحشاء ব্যবহার করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সগীরা গোনাহ্ বুঝানো হয়েছে। فحشاء শব্দের অর্থ নির্লজ্জতা। এর দ্বারা কবীরা গোনাহ্ বুঝান হয়েছে। এত দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ্ থেকেই মুক্ত রেখেছেন।

এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, কোরআনে ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যে هم অর্থাৎ কল্পনা শব্দটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা ও সগীরা কোন প্রকারের গোনাহেরই অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং মাফ।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ط
قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْٓءًا إِلَّآ أَنْ يُّسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ
أَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ج
إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ
كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا
رَاٰ قَمِيْصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ط إِنَّ كَيْدَكُنَّ
عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾ يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا سكتة وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْبِكِ ج إِنَّكِ
كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿٢٩﴾ ع

---

(২৫) তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল ঃ যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে? (২৬) ইউসুফ (আ) বললেন ঃ সে-ই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে। মহিলার পরিবারের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী। (২৭) এবং যদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী। (২৮) অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল

যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন, তখন সে বলল ঃ নিশ্চয় এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। (২৯) ইউসুফ এ প্রসঙ্গ ছাড়! আর হে স্ত্রীলোক এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তুমি-ই পাপাচারিনী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[যখন মহিলা আবার পীড়াপীড়ি করল, তখন ইউসুফ (আ) প্রাণপণে সেখান থেকে দৌড় দিলেন এবং সে তাকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল] এবং তারা উভয়ে আগে পিছে দরজার দিকে দৌড় দিল এবং (দৌড় দেওয়া অবস্থায় যখন তাঁকে ধরতে চাইল, তখন) মহিলা তার জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল [অর্থাৎ সে জামা ধরে টান দিতে চেয়েছিল এবং ইউসুফ (আ) সামনের দিকে দৌড় দিয়েছিলেন। ফলে জামা ছিঁড়ে গেল কিন্তু ইউসুফ (আ) দরজার বাইরে চলে গেলেন] আর (মহিলাও তাঁর পশ্চাতে ছিল। তখন) উভয়ে (ঘটনাচক্রে) মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে (দণ্ডায়মান) পেল। মহিলা স্বামীকে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল এবং (তৎক্ষণাৎ কথা বানিয়ে) বলল ঃ যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এছাড়া আর কি (হতে পারে) যে, তাকে কারাগারে পাঠানো হবে অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে (যেমন দৈহিক নির্যাতন)। ইউসুফ (আ) বললেন ঃ (সে যে আমাকে অভিযুক্ত করার ইঙ্গিত করছে, সে সম্পূর্ণ মিথ্যা বাদিনী বরং ব্যাপার উল্টো)। সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল এবং (এসময়) সেই মহিলার পরিবারের একজন সাক্ষী [সে ছিল দুগ্ধপায়ী শিশু। ইউসুফ (আ)-এর মু'জেযাস্বরূপ সে কথা বলতে শুরু করল এবং তাঁর পবিত্রতার] সাক্ষ্য দিল [এ শিশুর কথা বলাই ছিল ইউসুফ (আ)-এর একটি মু'জেযা। তদুপরি দ্বিতীয় মু'জেযা এই প্রকাশ পেল যে, এ দুগ্ধপায়ী শিশু একটি যুক্তিসঙ্গত আলামত বর্ণনা করে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালাও প্রদান করল এবং বলল] যে, তার জামা (দেখ, তা কোন্ দিকে ছিন্ন রয়েছে;) যদি সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী এবং যদি জামাটি পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী। অতঃপর যখন (আজিজ) তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন দেখল, তখন (মহিলাকে) বলল ঃ এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনাও বড় মারাত্মক হয়ে থাকে। [অতঃপর ইউসুফ (আ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল ঃ] ইউসুফ, এ বিষয়টি ছেড়ে দাও (অর্থাৎ এর আলোচনা করো না কিংবা কিছু মনে নিও না)। এবং (মহিলাকে) বলল ঃ তুমি (ইউসুফের কাছে) স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমিই অপরাধিনী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে আজীজে-মিসরের পত্নী যখন ইউসুফ (আ)-কে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃতা ছিল এবং ইউসুফ (আ) তা থেকে আত্ম-

রক্ষার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বিধাদ্বন্দ্বও ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মনোনীত পয়গম্বরের সাহায্যার্থে অলৌকিকভাবে কোন এমন বস্তু তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও তাঁর মন থেকে উধাও হয়ে যায়। সে বস্তুটি পিতা ইয়াকুব (আ)-এর আকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোন আয়াত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) এ নির্জন কক্ষে আল্লাহ্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আজীজ-পত্নী তাঁকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাঁকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, তাই থামলেন না। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন হয়ে গেল। ইত্যবসরে ইউসুফ (আ) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পশ্চাতে যুলায়খাও তথায় উপস্থিত হল। ঐতিহাসিকসূত্রে বর্ণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। ইউসুফ (আ) দৌড়ে দরজায় পৌঁছ-তেই আপনা-আপনি তালা খুলে নিচে পড়ে গেল।

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আজীজে-মিসরকে সামনেই দণ্ডায়মান দেখতে পেল। তার পত্নী চমকে উঠল এবং কথা বানিয়ে ইউসুফ (আ)-এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপা-নোর জন্য বলল ঃ যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোন কঠোর দৈহিক নির্যাতন।

ইউসুফ (আ) পয়গম্বরসুলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবত সেই মহিলার গোপন অভি-সন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন বাধ্য হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন ঃ هِىَ رَاوَدَتْنِى عَنْ نَفْسِى ---অর্থাৎ সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল।

ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আজীজে-মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা করা সুকঠিন ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন, এমনিভাবে দুনিয়াতেও তাঁদেরকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখার অলৌকিকভাবে ব্যবস্থা করে দেন। সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবত কথা বলতে অক্ষম ---এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিত্রতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়মের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বাকশক্তি দান করে তাঁর মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী ইসরাঈলের একজন সাধু ব্যক্তি জুরাইজের প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের একটি অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু

সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। মূসা (আ)-এর প্রতি ফিরাউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে ফিরাউন-পত্নীর কেশ পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত হয়। সে মূসা (আ)-কে শৈশবে ফিরাউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক এমনিভাবে ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ্ তা'আলা বিজ্ঞ ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে কার ধারণা ছিল যে, সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্য জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বে প্রত্যেকটি অণু-পরামাণু তাঁর গুপ্ত পুলিশ (গোয়েন্দা বাহিনী)। এরা অপরাধীকে ভালভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে হিসাব-কিতাবের সময় মানুষ দুনিয়ার পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী যখন স্বীয় অপরাধসমূহ স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্তপদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতারূপে দাঁড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হাশরের লোকারণ্যের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, হস্তপদ, গৃহপ্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনটিই তার আপন ছিল না বরং এরা সবাই ছিল রাব্বুল আলামীনের গোপন পুলিশ বাহিনী।

মোট কথা এই যে, যে ছোট্ট শিশুটি বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে ইউসুফ (আ)-এর মু'জিযা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুলল, যখন আজীজে-মিসর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত।

এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, ইউসুফ (আ) নির্দোষ এবং দোষ যুলায়খার, তবে তাও একটি মু'জিযারূপে ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করিয়েছেন যে, ইউসুফ (আ)-এর জামাটি দেখ—যদি তা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে যুলায়খার কথা সত্য এবং ইউসুফ (আ) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোন আশংকাই নেই যে, ইউসুফ (আ)-পলায়নরত ছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে পলায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল।

শিশুর বাকশক্তির অলৌকিকতা ছাড়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের হৃদয়ঙ্গম হতে পারত। অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামত দৃষ্টেও ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

'সাক্ষ্যদাতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিকভাবে বাকশক্তি দান করেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মসনদে, ইবনে হাব্বান স্বীয় গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে এটি উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা চারটি শিশুকে দোলনায় বাকশক্তি দান করেছেন। এ শিশু চতুষ্টয় তারাই, যাদের কথা এইমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে।—(মাযহারী) কোন কোন রেওয়ায়েতে 'সাক্ষ্যদাতা'র অন্যান্য ব্যাখ্যাও বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের মতে প্রথম ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য।

কতিপয় বিধান ও মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় বিধান ও মাস-আলা বুঝা যায় ঃ

মাস'আলা ঃ (১) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে জায়গায় পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সে জায়গাকেই পরিত্যাগ করা উচিত ; যেমন ইউসুফ (আ) সেখান থেকে পলায়ন করে এর প্রমাণ দিয়েছেন।

মাস'আলা ঃ (২) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পালনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য ; যদিও এর ফলাফল বাহ্যত বের হতে দেখা না যায়। ফলাফল আল্লাহ্র হাতে। মানুষের কাজ হল স্বীয় শ্রম ও সাধ্যকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেওয়া ; যেমন ইউসুফ (আ)—সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ঐতি-হাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তালাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে দিয়েছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমনও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়। বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে তখন আল্লাহ্র সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করে দেন। মওলানা রূমী এ বিষয়বস্তু সম্পর্কেই বলেন ঃ

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید
خیرہ یوسف وار می باید دوید

এমতাবস্থায় বাহ্যিক সফলতা অর্জিত না হলেও এ অকৃতকার্যতা বান্দার জন্য কৃত-কার্যতার চাইতে কম নয় —

گر مرادت را مذاق شکر ست
نامرادی نے مراد دلبر ست

জনৈক বুযুর্গ আলিম কারাগারে ছিলেন। তিনি শুক্রবার দিন স্বীয় সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী গোসল করতেন, কাপড়-চোপড় ধুতেন, অতঃপর জুম'আর জন্য তৈরী হয়ে কারাগারের ফটক পর্যন্ত যেতেন। সেখানে পৌঁছে বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্, এতটুকুই আমার সাধ্য ছিল। এরপর আপনার মর্জি। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহদৃষ্টে এটা অসম্ভব ছিল না যে, কারাগারের দরজা খুলে যেত এবং তিনি জুম'আর নামায পড়ে নিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই বুযুর্গকে এমন উচ্চমর্যাদা দান করলেন, যার সামনে, হাজারো কেরামত তুচ্ছ। তাঁর এ কর্মের কারণে কারাগারের দরজা খোলেনি কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি স্বীয় কর্মে সাহস হারালেন না। প্রতি শুক্রবারে অবিরাম এ কর্ম করে গেলেন। কর্মের এ দৃঢ়তাকেই শীর্ষস্থানীয় সূফী-বুযুর্গগণ কেরামতের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

মাস'আলা ঃ (৩) এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কারও প্রতি কোন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সাফাই বলা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এসময় চুপ থেকে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করা কোন তাওয়াক্কুল বা বুযুর্গী নয়।

মাস'আলা ঃ (৪) شاهد শব্দটি যখন লেনদেন ও মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন ঐ ব্যক্তিকে বোঝায়, যে বিচারাধীন ব্যাপার সম্পর্কে কোন চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে। আলোচ্য আয়াতে যাকে شاهد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, সে কোন ঘটনা অথবা তৎসম্পর্কিত নিজের কোন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেনি বরং ফয়সালার একটি প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করেছে মাত্র। পরিভাষার দিক দিয়ে তাকে شاهد বা সাক্ষ্যদাতা বলা যায় না।

কিন্তু এসব পরিভাষা পরবর্তীকালের আলিম ও ফিকাহ্‌বিদগণ বিষয়টা সহজে বোঝানোর জন্য রচনা করেছেন। এগুলো কোরআন পাকের পরিভাষা নয় এবং এগুলো মেনে চলতে কোরআন বাধ্যও নয়। কোরআন এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ অর্থের দিক দিয়ে شاهد তথা সাক্ষ্যদাতা বলেছে যে, সাক্ষ্যদাতার বর্ণনা দ্বারা যেমন বিচারের মীমাংসা সহজ এবং এক পক্ষের সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়, এ শিশুর বর্ণনার দ্বারাও এমনি ধরনের উপকার সাধিত হয়েছে। তার অলৌকিক বাকশক্তিই আসলে ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতার প্রমাণ ছিল। তদুপরি সে যেসব আলামত ব্যক্ত করেছে, সেগুলোও পরিণামে ইউসুফ (আ)-এরই পবিত্রতার সাক্ষী। তাই একথা বলা নির্ভুল যে, সে ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে অথচ ইউসুফ (আ)-কে সত্যবাদী বলেনি বরং উভয় সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছে। সে যুলায়খার সত্যবাদিতা এমন এক অবস্থায় ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকার করে নিয়েছিল যাতে তার সত্যবাদিনী হওয়া নিশ্চিত ছিল না বরং বিপরীত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিল। কেননা, সামনের দিকে জামা ছিন্ন হওয়া উভয় অবস্থাতেই সম্ভবপর। পক্ষান্তরে ইউসুফ (আ)-এর সত্যবাদিতাকে সে এমন এক অবস্থায় স্বীকার করে নিয়েছিল, যাতে এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা প্রমাণিত হওয়াই ছিল এ কর্মপন্থার শেষ পরিণতি।

মাস'আলা ঃ (৫) এ থেকে বোঝা যায় যে, মামলা-মোকদ্দমা ও বিচার-আচারের মীমাংসায় ইঙ্গিত ও আলামতের সাহায্য নেওয়া যায়, যেমন এ সাক্ষ্যদাতা, জামার পিছন দিক থেকে ছিন্ন হওয়াকে এ বিষয়ের আলামত সাব্যস্ত করেছে যে, ইউসুফ (আ) পলায়ন-রত ছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে পাকড়াও করার চেষ্টা করছিল। এ ব্যাপারে সব ফিকাহবিদ একমত যে, ঘটনাবলীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে আলামত ও ইঙ্গিতকে অবশ্যই কাজে লাগানো উচিত, যেমন এখানে করা হয়েছে কিন্তু শুধু আলামত ও ইঙ্গিতকেই একমাত্র প্রমাণের মর্যাদা দেওয়া যায় না। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায়ও প্রকৃতপক্ষে পবিত্রতার প্রমাণ হচ্ছে কচি শিশুর অলৌকিকভাবে কথাবার্তা বলা। এর সাথে যেসব আলামত ও ইঙ্গিত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর দ্বারা বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে।

মোট কথা, এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে যে, যুলায়খা যখন ইউসুফ (আ)-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার মুখ থেকে এ বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা প্রকাশ করলেন যে, ইউসুফ (আ)-এর জামাটি দেখা হোক। যদি তা পেছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে তা এ বিষয়ের পরিষ্কার আলামত যে, তিনি পলায়ন করছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে ধরার চেষ্টা করছিল। কাজেই ইউসুফ (আ) নির্দোষ।

আলোচ্য আয়াতসমূহের শেষ দু'আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আজীজে-মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলা দ্বারাই বুঝে নিয়েছিল যে, ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যই এ অস্বাভাবিক তথা অলৌকিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তার বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখল যে, ইউসুফ (আ)-এর জামাটিও পেছন দিক থেকেই ছিন্ন, সে তখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ যুলায়খার এবং ইউসুফ (আ) পবিত্র। তদনুসারে সে যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল ঃ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল ঃ নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা, তারা বাহ্যত কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশত তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে।—(মাযহারী)

তফসীর কুরতুবীতে আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও চক্রান্তের চাইতে গুরুতর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন ঃ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ—অর্থাৎ তোমাদের চক্রান্ত খুবই জটিল। এটা জানা কথা যে, এখানে সব নারী বুঝানো হয়নি বরং ঐসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ ধরনের ছল-চাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আজীজে-মিসর যুলায়খার ভুল বর্ণনা করার পর ইউসুফ (আ)-কে বলল ঃ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا অর্থাৎ ইউসুফ, এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো না, যাতে বেইজ্জতি না হয়। অতঃপর যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল ঃ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ অর্থাৎ ভুল তোমারই। তুমি নিজ ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যত বুঝানো হয়েছে

যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আ)-এর কাছে ক্ষমা চাও। কারণ, নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপিয়েছ।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, স্বামীর সামনে স্ত্রীর এহেন বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্লজ্জতা প্রমাণিত হওয়ার পরও তার উত্তেজিত না হওয়া এবং পূর্ণ ধীরতা ও স্থিরতা সহকারে কথাবার্তা বলা মানবস্বভাবের পক্ষে বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এর কারণ হয়তো এই যে, আজীজে-মিসরের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ বলতে কোন কিছু ছিল না। দ্বিতীয়ত, এটাও সম্ভবপর যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে গোনাহ্ থেকে অতঃপর বদনামী থেকে বাঁচাবার জন্য যে অলৌকিক ব্যবস্থা করেছিলেন, তারই অংশ হিসেবে আজীজে-মিসরকে ক্রোধে উত্তেজিত হতে দেননি। নতুবা সহজাত অভ্যাস অনুযায়ী এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান না করেই ধৈর্য-হারা হয়ে পড়ে এবং মারপিট শুরু করে দেয়। মৌখিক গালিগালাজ তো মামুলী বিষয়। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী যদি আজীজে-মিসর উত্তেজিত হয়ে যেত, তবে তার মুখ কিংবা হাত দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে মর্যাদাহানিকর কোন কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না। এটা আল্লাহ্র কুদরতেরই লীলা। তিনি আনুগত্যশীল বান্দাদের পদে পদে হিফাযত করেন। فتبارك الله احسن الخالقين

পরবর্তী আয়াতসমূহে অন্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী কাহিনীর সাথেই সংশ্লিষ্ট। তা এই যে, এ ঘটনা গোপন করা সত্ত্বেও শাহী দরবারের পদস্থ ব্যক্তিদের অন্তঃপুরে তা ছড়িয়ে পড়ল। তারা আজীজে-মিসরের স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এরূপ মহিলার সংখ্যা ছিল পাঁচ এবং এরা সবাই ছিল আজীজে-মিসরের নিকটতম কর্মকর্তাদের স্ত্রী।—(কুরতুবী, মাযহারী)

তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলঃ দেখ, কেমন বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয়। আজীজে-মিসরের বেগম এতবড় পদমর্যাদা সত্ত্বেও নিজের তরুণ ক্রীতদাসের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে তাঁর দ্বারা কুমতলব চরিতার্থ করতে চায়! আমরা তাকে নিদারুণ পথভ্রষ্ট মনে করি। আয়াতে فتا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ তরুণ। সাধারণের পরিভাষায় অল্পবয়স্ক ক্রীতদাসকে গোলাম, যুবক ক্রীতদাসকে فتا এবং যুবতী ক্রীতদাসীকে فتاة বলা যায়। এখানে ইউসুফ (আ)-কে যুলায়খার ক্রীতদাস বলার কারণ হয়তো এই যে, স্বামীর জিনিসকেও স্ত্রীর জিনিস বলার অভ্যাস প্রচলিত রয়েছে অথবা যুলায়খা ইউসুফ (আ)-কে স্বামীর কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিল। —(কুরতুবী)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَّفْسِهِ ۚ
قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ

بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ
وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ
أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ
هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ
رَاوَدْتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ
وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي
إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾
ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾ ع

(৩০) নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আজীজের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। (৩১) যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল। বলল ঃ ইউসুফ, এদের সামনে চলে এস। যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল ঃ কখনই নয়—এ ব্যক্তি মানব নয়! এ তো কোন মহান ফেরেশতা! (৩২) মহিলা বলল ঃ এ ঐ ব্যক্তি, যার জন্য তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করছিলে। আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম! কিন্তু সে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। (৩৩) ইউসুফ বলল ঃ হে পালনকর্তা, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৩৪) অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (৩৫) অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছু দিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শহরের কিছুসংখ্যক মহিলা বলাবলি করল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় ক্রীতদাসকে তার দ্বারা (অবৈধ) মতলব হাসিলের জন্য ফুসলায় (কেমন নীচ কাণ্ড যে, ক্রীতদাসের জন্য মরে!) এ ক্রীতদাসের প্রেম তার অন্তরে আসন করে নিয়েছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর যখন সে তাদের কুৎসা (সংবাদ) শুনল, তখন কারও মাধ্যমে তাদেরকে ডেকে পাঠাল (যে, তোমাদের দাওয়াত) এবং তাদের জন্য তাকিয়াযুক্ত আসন সজ্জিত করল এবং (যখন তারা আগমন করল এবং তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করল—তন্মধ্যে কিছু খাদ্যবস্তু চাকু দ্বারা কেটে খাওয়ার ছিল। তাই) প্রত্যেককে এক-একটি চাকু (-ও) দিল, (যা বাহ্যত ফলকাটার উপলক্ষে ছিল এবং আসল লক্ষ্য পরে বর্ণিত হবে যে, তারা দিশাহারা হয়ে নিজ নিজ হাতই ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে) এবং [এসব আয়োজন সমাপ্ত করে এক কক্ষে অবস্থানকারী ইউসুফ (আ)-কে] বলল ঃ এদের সামনে একটু আস! [ইউসুফ (আ) মনে করলেন যে, হয়তো কোন সদুদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তাই বাইরে আসলেন।] মহিলারা যখন তাঁকে দেখল, তখন (তাঁর রূপ-লাবন্য প্রত্যক্ষ করে) কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল এবং (এ হতবুদ্ধিতায়) নিজ নিজ হাতই কেটে ফেলল। [তারা চাকু দিয়ে ফল কাটছিল। ইউসুফ (আ)-কে দেখে হতবুদ্ধিতায় এমন আচ্ছন্ন হল যে, চাকু হাতে লেগে গেল—) বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এ ব্যক্তি মানব কখনই নয়, সে তো একজন মহান ফেরেশতা। যুলায়খা বলল ঃ (দেখে নাও) সে ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করতে, (আমি ক্রীতদাসের প্রেমে পড়েছি বলে রটনা করতে) এবং বাস্তবিকই আমি তার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে এবং [অতঃপর ইউসুফ (আ)-কে শাসনের উদ্দেশ্যে তাঁকে শুনিয়েই বলল ঃ] যদি ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করে, (যেমন এ পর্যন্ত পালন করেনি) তবে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। [সমাগত মহিলারাও ইউসুফ (আ)-কে বলতে লাগল ঃ যে মহিলা তোমার এতটুকু উপকার করেছে, তার প্রতি এমন বিমুখতা তোমার জন্য উপযুক্ত নয়; তার আদেশ পালন করা উচিত।] ইউসুফ (এসব কথা শুনলেন এবং দেখলেন যে, তারা সবাই যুলায়খার সুরে সুর মিলাচ্ছে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে) দোয়া করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, যে অবৈধ কাজের দিকে মহিলারা আমাকে আহ্‌বান করছে, এর চাইতে কারাগারে যাওয়াই আমি অধিক পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি হয়ত তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে বসব। অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্ত প্রতিহত করে দিলেন। নিশ্চয় তিনি দোয়া শ্রবণকারী (তাঁর হাল-হকিকত সম্পর্কে) জ্ঞানবান। এরপর (ইউসুফের পবিত্রতার) বিভিন্ন নিদর্শন দেখার পর (যদ্দ্বারা ইউসুফের সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে স্বয়ং তাদের মনে কোন সন্দেহ রইল না, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বিষয়টি প্রচার হয়ে গিয়েছিল, তা দূর করার উদ্দেশ্যে) তাদের কাছে (অর্থাৎ আযীয ও

তার পারিষদবর্গের কাছে) এটাই সমীচীন মনে হল যে, তাকে কিছু দিনের জন্য কারাগারে রাখা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ—অর্থাৎ যখন যুলায়খা উক্ত মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল।

এখানে মহিলাদের কানাঘুষাকে যুলায়খা مكر অর্থাৎ চক্রান্ত বলেছে। অথচ বাহ্যত তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে।

وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً—অর্থাৎ তাদের জন্য তাকিয়াযুক্ত আসন সজ্জিত করল।

وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا—অর্থাৎ যখন মহিলারা ভোজসভায় উপস্থিত হল, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হল। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি চাকুও দেওয়া হল। এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা; কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ আগত মহিলারা ইউসুফ (আ)-কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ—অর্থাৎ এসব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য এক কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ (আ)-কে যুলায়খা বলল: একটু বের হয়ে এস। ইউসুফ (আ) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন।

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ○

অর্থাৎ সমাগত মহিলারা ইউসুফ (আ)-কে দেখল, তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হল, তখন চাকু হাতেই লেগে গেল। অন্যমনস্কতার সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে। তারা বলতে লাগল: হায় আল্লাহ্, এ ব্যক্তি কখনই মানব নয়! সে তো মহানুভব ফেরেশতা! উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ নূরানী চেহারাযুক্ত হতে পারে।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

যুলায়খা বলল ঃ দেখে নাও, এ ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

যুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ (আ)-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারাও ইউসুফ (আ)-কে বলতে লাগল ঃ তুমি যুলায়খার কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

পরবর্তী আয়াতের কোন কোন শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় ; যেমন--- كَيْدَهُنَّ এবং يَدْعُوْنَنِيْ ----এগুলোতে বহুবচনে কয়েকজনের কথা বলা হয়েছে ঃ

ইউসুফ (আ) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলায়খার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে। কাজেই তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরয করলেন ঃ

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্‌বান করছে, এর চাইতে জেলখানাই আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমা থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবত আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। "আমি জেলখানা পছন্দ করি"---ইউসুফ (আ)-এর এ উক্তি বন্দীজীবন প্রার্থনা বা কামনা নয় ; বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ যখন ইউসুফ (আ) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী আসল, আপনি নিজেকে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন اَلسِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ অর্থাৎ

এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরাপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ থেকে বোঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দোয়ায় 'এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভাল মনে করি' ---বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা করা উচিত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিত। ---(তিরমিযী)

একবার হযরত (সা)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা) আরয করলেন ঃ আমাকে কোন একটি দোয়া শিক্ষা দিন। তিনি বললেন ঃ পালনকর্তার কাছে নিরাপত্তার দোয়া করুন। হযরত আব্বাস (রা) বলেন ঃ কিছুদিন পর আমি আবার তাঁর কাছে দোয়া শিক্ষা দেওয়ার আবেদন করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।

"যদি আপনি ওদের চক্রান্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভাবত আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ব"---ইউসুফ (আ)-এর এ কথা বলা নবুয়তের জন্য যে পবিত্রতা জরুরী, তার পরিপন্থী নয়। কারণ, এ পবিত্রতার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। যদিও নবুয়তের কারণে এ লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই গোনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না। আরও জানা গেল যে, প্রত্যেক গোনাহ্‌র কাজ মূর্খতাবশত হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গোনাহ্‌র কাজ থেকে বিরত রাখে।---(কুরতুবী)

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থাৎ তাঁর পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্ঞানী।

আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ (আ)-কে বাঁচানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করলেন। ইউসুফ (আ)-এর সচ্চরিত্রতা, আল্লাহ্‌ভীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে আযীযে-মিসর ও তাঁর বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইউসুফ সৎ। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ে কানাঘুষা হতে থাকে। এ কানাঘুষার অবসান করার জন্য এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হল যে, ইউসুফ (আ)-কে কিছুদিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে।